ভরণী নক্ষত্র

BANGLADARSHAN.COM

হিমদল রায়

জীবিকা সরণী

এই আমাদের জীবিকা সরণী নিত্য নৈমিত্তিক নৌতো
মানুষ চলে এই পথে কোন ভারি যান চলে না–
যে সব যান চলে প্রকৃতই কোন বাংলা নাম নেই তাদের
এই সব যানের, যেমন অটো ভ্যান বাই সাইকেল রিক্সা বাইক
সরণীর দু'পাশে বসে আছে জীবিকাধারী জীবন আমাদের
ঝালাইকর রঙমিস্ত্রী রাজমিস্ত্রী মুচি ফুলয়ালী ফলয়ালা মেথর
চায়ের দোকানের রোগা জোগাড়ে বালক সরণী স্মরণ
মাংসের দোকানের কাসেম কসাই গুন গুন ভাজে রাগ চপার
এই রাজপথ এই জনপথ ঠিক তার মাঝখানে নগর কসবী
ঘুমায় যেখানে, গান ওঠে মায়াভরী সুধাভরী রাগ রাগিণীর
সকল ইচ্ছার এদের ঠোঁটে মুখে কণ্ঠ সুধাহীন আশাভরী সব সুর
কি যেন ভাবে তবু লেখে না কবিতা এরা জীবিকার কামড়েই কাত
কোথায় যাত্রীরা ক্রেতারা সকল এই আমাদের জীবিকা সরণী–!

BANGLADARSHAN.COM

বৃন্দা পাখিনী

এখনও সেই গান গাও মাটিনীর গান পাখিনী?
না, মাটি অধিগ্রহণের খাটিগণ গান খুঁটে খুঁটে তুলে নাও
নির্মাণ ক'র পাখনায় ইটভাটা তেলকল টোটা ও বন্দুক কারখানা আর
তেলপাত্র হাতে লক্ষ্য তোষামোদ মাটি কারা গান গেয়ে প্রসারণ রাজ দরবার
মাথা রাখো কার পরে নয়া সূর্যোদয় পাখি খায় কখনও কী
কোনখানে জ্বালাবে আগুন জমির ওপরে না জানের পরে জানো তুমি?
কথা ছিল ভোর হলে নয়া সূর্য দ্যাখা যাবে, শান্তিডাঙার মাঠে আলো
সব পাড়া হবে পীঠস্থান সব ঘর হবে মন্দির এমনতরো কথা ছিল
কী হ'ল বামাল বদল বাংলায় মানুষের নাম ক'রে মানুষের নাটক
এইটুকু ছিল মধ্যরাতের চাওয়া পাওয়া, স্বরাজ আমাদের নামমাত্র
আর কোনো গান নয় মাটিনীর গান পাখিনীর গান কথা ছিল ভুবন প্রত্যয়
এবার পড়েছে কণ্ঠীমালা খুঁতিমালা হাতে চল বৃন্দা পাখিনী জঙল পাড়ায়

BANGLADARSHAN.COM

প্রাথমিক বিদ্যালয় সুর

জলকে পরাস্ত ক'রে উলে এলে পারে জলজ দানব
তখন সমস্ত বিশ্ব এক সুরে বলে যায় জিত হ'ল তোর
দানবের বুক ভরা অজস্র সোনার পদক হাসির ঝরণামালা
জমানো আনন্দ ভেঙে পড়ে, এই জয় দেখে কেঁদে ওঠে মা ও বোন
অনেক ব্যথার তোপধ্বনি ভেঙে অবশেষে এই পূর্ণতা এল–!
যে কোন প্রান্তে যত চায়ের দোকান আছে পৃথিবীর কানায় কানায়
সেই সব চায়ের দোকান থেকে যতদূর সমুদ্দুর, শুধু চায়ের গুমটি
জলজ দানব কথা! আর কথাময় বেলাভূমি সরে সরে যায়
মায়ার সংসারে পড়ে থাকে একটি বেহালা ও তার ছড়
হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়াই জলের কিনারে জলজ সঙ্গীত সে এক
জমে থাকে তার গায়ে অজস্র রচনা ও স্বরলিপির ধূল
ধূল সরিয়ে বাজাতে থাকি প্রাথমিক বিদ্যালয় সুর পৃথিবীর–!

BANGLADARSHAN.COM

উপবাসী মেঘ

ধাওয়া খেতে খেতে জনম অস্থির মাগো
জনম জমিন আর এই অস্তির জঙল আমাদের
ছিল কী জঙলে দেবতা? ছিল বন্য প্রাণী
বন্য প্রাণীদের তাড়া খেয়ে বসতি দেবতা
তবুও জড়িয়ে থাকে মেঘ চাঁদ সূর্য আকাশ–!
বসতির নাম দিয়েছে জমিন দংশন শিবির
শিবিরে বাস্তুহারা জল ও শীতল হাওয়া
আর হিম আলো ওরা-আকাশে নিরব সূর্য জ্বলে যায়
জলধায়! উপোসের ঘরে উপবাসী মেঘ মায়
উপোষ ভাঙবে কে; কে সেই দেবতা?
যাদের হাতিয়ারের ব্যবহার জানা নেই–!

BANGLADARSHAN.COM

উদিচী আকাশ ভূ

কোন একদিন নেচে ছিল নক্ষত্র নক্ষত্রী
খোয়াবের চোখ শাদা জোছনায়
মেলামেশা ছিল এতো বেশি তারো বেশি ছিল অনুরাগ
ভীষণ গভীর ছিল অনুভূতি ঝাঁক ঝাঁক ঘুমের ভেতর
আড়াল করা প্রেম ছিল দৃশ্যত
চোখের মণির নেচে যেত চোখ পত্র ঢাকা অহ্লাদে গোপন
রাত্রি ঝোঁপে দ্যাখা হ'লে শাঁখ বেজে যেতে অনন্ত রাগমালায়
বসন্তে উদ্‌গার দেয় শঙ্খলাগা হৃদপিণ্ড!
কণ্ঠকিত বায়ুগান থেমে যাওয়ার পর অসঙ্কীর্ণ শূন্যতা
দুধ পথে মনে হয় নাবালক নক্ষত্র নিটোল মূরতি এক
ভাঙা ভাঙা অশেষ রাত্রির ব্যথা নাবালিকা নক্ষত্রীর
আজও বোঝা হ'ল না কে বেশি উজ্জ্বল উজ্জ্বলা
উদিচী আকাশভূমে এই চলে যাওয়া সময়–!

BANGLADARSHAN.COM

প্রসবিনী নদিনীকা

বলয় নগরে প্রথম উঠল ফুটে রেখা ও রঙের প্রসবিনী নদীনীকা
তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল আদিবন্য ঘ্রাণ আর অনন্ত স্বপ্নান সলিল
সে অতি চেনা নাগরিকা হৃদি মানচিত্রে অগাধ কথার পুরাণ
সেই কবে হৃদি মানচিত্রের নিকট নত হয়ে গ্যালো শীলা আর–
আর্য ঘোড়া থেমে গ্যালো কঠিনীর ঝরণা ধারায়
বল প্রসবিনী; বল শীলা; বল কে যে কার কাছে বশ–!
আহাঃ প্রসবিনী বড় আদরের নদীনীকার তবু ভ্রম বশে যত ভুল
চেপে ধরে শীলাপ্রস্তর নদীনীকার ভোগের বিলাসী কূল–
যেটুকু ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে নদীনীকার উচ্ছ্বলতায় নদের
পাথর হয়েছে ক্ষয় আর চূর্ণ খুরের পদস্খালনে চিরকাল!

BANGLADARSHAN.COM

পাখিনীর দানা

যা জন্ম যা উড়ো খইয়ের মত উড়ে যা
যা মৃত্যু যা উড়ো খইয়ের মত উড়ে যা
স্বয়ং তোর পেছনে ছুটবে না কোনদিন আর;
ও জন্ম তুই ছুটবি; ছুটবি তুই ও মৃত্যু
স্বয়ংকে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাবার জন্যই
ক্ষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে রাখবে স্বয়ং–
অনাগত শতাব্দীর হরিৎ সুবীজ ও পাখির দানা–!
যা সৃষ্টি যা উড়ো কাপাসের মত উড়ে যা
যা ধ্বংস যা উড়ো কাপাসের মতো উড়ে যা
স্বয়ং তোকে ধরে রাখবে না কোনদিন আর;
ও সৃষ্টি তুই ধরে থাকবি থাকবি ধরে তুই ধ্বংস
স্বয়ংকে ভোগের দিকে নিয়ে যাবার জন্যই
ক্ষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে রাখবে স্বয়ং–
চিরন্তন শতাব্দীর শ্যামল সুবীজ পাখিনীর দানা–!

BANGLADARSHAN.COM

বনের হৃদকমল

বোঁটা খসে ঝরে গাছে ফুল বনে ঝড় নদীকুল টলমল
উড়ল বনে হাওয়ায় ফুল, উড়ে এসে পড়ল জানে না জল
পেট ছেঁদা নৌকো খোলে, শূন্য শূন্য শূন্য দিন রাত্রি আর
হারাণ বৃক্ষী পলাতক বৃক্ষকুল ছুঁই ছুঁই জল কানায় কানায় অতীত
খুলে দিয়েছে নোঙর বদমাসের দল, জল থেকে জলে ভাসে নৌকাগুলি
জানবে না কেউ, কোন বৃক্ষ কোন বৃক্ষীফুল ছিল একদিন
জলে জলে গ্যালো বেলা কত জল চরায় গড়াল মেঘবাহী
ছেঁদা খোল দিয়ে কত জল ছুঁইয়ের ভেতর ঢুকল
সরকারী বেসরকারী ইয়ত্তা নেই কোন তার
ছেঁচে ফেলতে ফেলতে সময় হল গো জাহ্নবী সন্তান সুখ পেলে তুমি?
কত দূর কুল কোথায় এপার ওপার ধুধু নিরব শুধুই
বনের হৃদকমল থেকে ভেসে আসে হূ হূ বাওয়ালীয়া সুর!

BANGLADARSHAN.COM

থাবা-কলা বীর লিঙ্গ

পাঁচিলে যেমনভাবে আগুনের গন্ধ নিয়ে ফুটে ওঠে ঘুঁটে থাবা
এ থাবা-কলা রাখালের মাসি ভালো জানে আর জানে মা!
সাতের দশকে পাঁচিলে পাঁচিলে যেসব শিল্প সংলাপগুলি ফুটে উঠেছিল
পাঁচিলেই শুকিয়ে শুকিয়ে গ্যাছে বহুকাল হ'ল, মরা শ্যাওলার মতন!
তোমার কী মনে আছে সৌর্যের সুচারু কথা অথবা ইন্টার লিগের খেলা
ব্যক্তিগত কোন ছিল না খাতির, দোসর ছাড়া মানুষের তোমাকে বলছি আজ
মহাপুরুষ যে কেউ হতে পারে চেষ্টা করলে তারও বেশি, অতি পুরুষ
সাধ করে কেউ হতে চায় না, ভুলেও না, কাপুরুষ, যেন আমরা সবাই বীরলিঙ্গ
নিজেকে বলে খুব গোপনে গোপনে মানুষ কী হতে পার না—এ আর এমন কী
মানুষ বলছ, এতো জল ভাত তাই কিল খাই, স্বপ্নে জাগরণে, মানুষ হওয়া জলভাত!

BANGLADARSHAN.COM

জঙলপুর একলিঙ

আমরা এসেছি জনপথ মাড়িয়েই এই জঙলপুর পাড়ায়
আসতে আসতে অনেক পথ ভুল করেছি
পথে যাকেই পেয়েছি জিজ্ঞেস করেছি তাকেই
জঙলপুর যাব কোন পথে? বাতলিয়ে দিতে পারেনি সঠিক কেউ
তবুও এসে গ্যাছি হারাউদ্দেশ্যেই এই জঙলপুরে গাছেদের পাড়ায়–
এখানে মুদ্রাপাত্র হাতে আদিবাসী রমণী সকল নৃত্যের মহড়া সাজায়
কয়েকজন একলিঙ কড়াতীয়া গ্যারিলার পোষাক পরায় গাছেদের
জঙল কেঁটে নিয়ে যাবে কেউ বোঝেনি চালাকী, একা কাঁদে তীর ধনুক
এমন আদেশ কে দিল আমরাও জানি না সে বড় সুচারু মানুষ
শুধু এইটুকু জানি দন্ডারক্ষী হাতে দিল দুর্ভেদ্য সায়েক টোটা আর বারুদ।

BANGLADARSHAN.COM

শঙ্খের বাউটি

শারদ প্রচ্ছদে জমে থাকে জলকণা আর প্যাচ প্যাচে ঘাম
গুমোট হলকানিতে ঠিকরে বেরিয়ে আসে চর্চা-চোখ লিপ্ত উল্লাস
তেল চকচকে মুখলাস থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে পড় গলিত লাবণ্য
উপরন্তু লাবণ্যের ওপরেই ভেসে ওঠে কত প্রতিবিম্ব আমাদের!
গৃহরাজ্যের তলপেট থেকে বেরিয়ে পড়েছে সকল যোষণী নাগরীরা
হাতকাঁটা বাহু, টেরাকোটা অলংকার, শঙ্খের বাউটিবিহীন উলঙ্গ কবজি
গিটা ঘাসের গালিচা খেলায় জমে ওঠে নিবিড় আশ্বিনা মলাট আর
প্রহরের সাথে সাথে চলটা উঠে যায় উষ্ণ শিসে কপালের লাল টিপ
সিঁথির পথ ধরে পেরিয়ে যাবার কি আকুল তাড়না মিলেমিশে থাকা
টাগ্রার টক্করে চড়চড় করে এক গাঢ় আদিগন্ধের চরন্মোত্তায় আর
নীল দরিয়ার পারে হলুদকাঠি গ্রাম, সব কিছু ছিল ঠিকঠাক আমাদের
শুধু বেঠিক অন্নদা চাষির ঘর মহানন্দা কিনারায় নিভে গেল আলো!
শূন্য মাই-এর খোল, পড়ে আছে কুঠি, কারখানা, নদীনীর বুকে অবিন্যস্ত
ও উঠনে ছিল না ভ্রূণীশ্বরের তাজা দুধ আর শুদ্ধ স্নিগ্ধ পানীয় সকল
শুধু কল-কোলকাতা, কল-গ্রাম, জল-গঞ্জ—মুখ ঢেকে যায় ঈশ্বরের মায়ের!

BANGLADARSHAN.COM

জঙল বাবার

ওড়ো ওড়ো কাগজের উড়োজাহাজ
ভেসে ভেসে উড়ে যাও হাওয়ায় দিগন্ত রেখায়
কোন ঘাঁটি নেই তোমার বন্দর বা রানওয়ে
ভাগো ভাগো কাগজের বিমান দূরের দূরান্ত রেখায়
যতদূর পারো ভাগো কাগজের হাওয়া যান
থামো থামো একটুখানি থামো না বাপ কথা আছে কিছু
এবার নামো কৃষ্ণানদীনীর পারে চুপি চুপি নামো
ত্রাণ এসেছে জানতে পারলেই কাড়াকাড়ি, ভাগাভাগি হবে না সমানে সমান
জানল না কেউ খুব গোপনেই ছাড়লাম পয়দা বন্দর
ছাঁড়ো ছাড়ো কাগজের এরোপ্লেন কালরাত্রি এখন
ছেড়ে যাও চুপিসারে একা একা এখন নকল বিমান
গুহ্য অন্ধকার ঢাকা জঙল মঞ্জিল সারি সারি নেকড়েরা সকল
উড়ন্ত শকট দুরন্ত গতিতে ছুটে যাও গান্ধর্ব্য মালায়–এরপর
আগুন যদি জ্বলে ওঠে তবে কোন দোষ নেই জঙ্গল বাবার!

BANGLADARSHAN.COM

পভু বিচ্ছু কথা

তোমার আনন্দে আমি অবতার আর একজন আনন্দে আমার
তোমার আমার মতন হুবহু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুমি আর আমি
অমান্য করা যায়–ধর–কিছু আছে ভবিতব্য
তবে জল দেবে গাছে জল দেবে চারায় গোড়ায়
চারণ ভূমির এহেন কাজে জীব অবতার!
স্বপ্নে গ্যাছে বাপ ধম্মে গ্যাছে বাপ ও মা অধম্মে জরারিত ছেলে
বৈদ্ধব্যে চাড়ায় জঠরীর ব্যথা দিনলিপি ধরে পাষাণ কুঠুরী মধ্য
শিষ্ট ফুল ছুড়ে শিস্ দিয়ে বলে ওঠে ইষ্ট নাম জাগো
সব্ব নোকে কয়! তোমার কেত্তনে কিছু আছে পভু!
প্রথাগত স্বরে বিতরাগ ওঠো মৃত্তিকায় ওঠো বীজকথা
কাটমুক্যু আমি মিছিমিছি হাতে নেশাদণ্ড ধরি নেশা জলে ভাসি
ধস্তাধস্তি করে ওঠে শোর, সুচতুর বলে ওঠে আহাঃ ব্যথা পেলে ভাই
মাটিনীতে ঘুমায় আমন আউষ পকেট জাত করে যাত সেয়ানাবাজ
সব্ব নোকে কয় গুণো কেত্তনে তোমার কিছু আছে পভু।

BANGLADARSHAN.COM

মোম জ্বলে যায়

মোম জ্বলে যায় করে না সে চিৎকার
খুন মানুষের শরীর থেকেই নেওয়া হয়
মানুষের জন্য, ব্যথা উপভোগ ক'রে মানুষ
খুনদান কৌশলগত স্বভাব মানুষের জন্য
আমাদের গ্রামগঞ্জে কত সামাজিক শোণিত শিবির
মানুষ মানুষকে অত্যাচার করতেই চিরকাল বাসনায়ীত–
বোকার মতন ছেলেটি চলে গ্যালো জ্বালাতে আগুন
নূতন পোষাক হয়নি বলে নামাজেই সে যায়নি
এও এক অভাব আমাদেরই পৃথিবীর মায়
বিস্ফোরক কত আছে জমা, কত অভাবের নিচে আর
পৃথিবী শাসন করে অবতারের দোসর সকল!

BANGLADARSHAN.COM

বউ সভ্যতার পোষা পাখিনী

পৌঁছে গ্যাছি সহস্র লোচল তল্লাটে দেখব বলে কুমারীর নাচ
ঋষি কুমারেরা কেউ কেউ বলে মহাশয় বড়ই কুমারী প্রিয়
সে কথা অহল্যাই ভালো করে জানে; জনে জনে শ্রুত সে সংবাদ
আড়ালে এসেছি এখানে তাণ্ডব প্রাসাদে চিনতে পারেনি কেউ–
বুঝতেও পারেনি; জড়িয়ে ছিলাম ও-রকমই একটা খোলস
দেখব বলে কুমারীর নাচ–অমা মদিরায় নিশি উজাড়!
ধীর যুগল লোচন আনে যত রোশনাই এখনও সুধাপাত্র ভরেনি
এবার ঘরে যাব শ্রমের শিল্পনৈপুণ্যে পুড়িয়ে আতস বাজি
তার আগে গিয়ে যাবো ছক আটা সভাঘর চাতুরীর ঋণ স্বীকার পত্রটি
দিয়ে যাবো কলকাঠি জারি করে যত সব বউ সভ্যতার পাখি পোষা কথা
অন্তর লোচন ও সভার যোগ্য নয় এ বিষয় বুঝেছেন হাড়ে হাড়ে মুনিবর
আরো ভালো করে বুঝেছেন অহল্যা ও গৌতম সে কথাও যেমন বুঝেছে বউ–!

BANGLADARSHAN.COM

মহাজল মহাভূমণ্ডল পাড়ায়

উদর গম্বুজে শ্রান্ত জল গড়ায় নয়ন নদীর
এই জল ঘোলা হলে ভ্রান্ত প্রহরের শূন্য শূন্য বাসভূমি
মা হারা পাথর গোমুখ আর ভাঁটা দিন শুরু
তৃষ্ণার আলোটুকু নিভে যাবে ঘোলার ঘোলায় পড়ে পৃথিবীর
আজ যদি সংসারের পূর্ব ইতিহাসটুকু জেনে নিতে চাও
তবে বাসভূমির উঠনে মাটি খোঁড়ো পাথরের চাঁই ভাঙো
দেখে নাও মাটির উদরে কীট পতঙ্গের জীবাশ্মলিপি
জাতক জাতকীর শর্ত মেনে পাথরের জরাজীর্ণ সাক্ষী জাগাও
নষ্টামী বিলুপ্ত কর; গাধাদের নামিয়ে দিও না মায়ের জরাভূমিতে আজ
ঘোলা হয়ে যাবে নয়ন নদীনীর মন্দীভূত জল
গোলতানিতে হয়েছে যেটুকু ঘোলা তাকে দাও সুস্থির
থিতিয়ে যেতে, পরিশ্রুত জলের আশায় পৃথিবীর
মহাজল হবে বলে আমাদের মহাভূমণ্ডল পাড়ায় পাড়ায় আজ!

BANGLADARSHAN.COM

খরগোশের থাবার ভেতর

খরগোশের থাবার ভেতর অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছে উপমূল
স্বর যেমন নিষুতি অন্ধকারেও টের পায় না বিশ্বের কোনো কোলাহল
খরগোশ কখন যে বাঘ হয়–ঘাস চিববে কী সে বাঘ!
গন্তব্যে যাবে বলে রওনা দিয়েছে কবে মনে নেই ঠিক
এখনও মাঝ পথে–থাবার কোনই শব্দ নেই
শুধু থাবা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাওয়া
কী আছে বনের শেষেই জানা নেই! চলমান থাবা শুধু
পড়ে না মনেই যে কোনো কথা–প্রেম ভয় ছাড়া
পথের কোন্ ঝোপে কোন্ বাঁকে বসে আছে কোন্ শিকারী দাদাজী
আমাকে ভুলবে বলে বাল্মীকি হয়েছে আজ রত্নাকর
কান্না পায় থাবা বসাতে না পারলে ওর ঘাড়ে আজ
খরগোশের থাবার ভেতর নিঃশ্চুপ নিতান্ত এক জীব পৃথিবীর!

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীমুখ পত্রের বাণী

কার ভালো লাগে শীত গ্রীষ্ম বারোমাস রোজ রোজ
আঠা সাঁটা কাজ, তবু জনে জনে এই ধুন গাওয়ানো যায়নি
কী গান গাও; ভাইগণ বোনগণ এক কলিও শুনিনি তবুও
কস্তা ধ্বজা কেত্তন কী কিম্ভূত কিমাকার কিমা জান
তবু আমার কোমল পৃথিবী একবার গাও সুগম সঙ্গীত
কার ভালো লাগে দেয়ালে দেয়ালে সুতোয় মানজা দেওয়া
ভো কাট্টা ঘুড়ি! ক্লিপ বোর্ড দিয়ে এ্যঁটে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত সাথী সাথীনি
খুলবে না পড়বে না আমাদের এই শ্রীমুখ পত্রের বাণী!
আমাদের জনশক্তি দেয়ালে চাটাই মাদুরে ঝলে ওই—আগে চল বাংলা জয়।
এখন ভালো লাগে বলি নির্ভাবনায় দিগন্ত বাহার শ্রুতি আমাদের
জল দিয়ে আর হাত ধুতে হয় না এখন হাত তোল ওপরে গগনমুখি
এই দ্যাখো আর নেই আঠা ঘাটা হাত ছয় ঋতু বারোমাস
শুধু এক সাথে গেয়ে ওঠ একবার মনে মনে জনে জনে সকল মানুষ মানুষী
রাত জিন্দা দিন জিন্দা জিন্দা হতে হতে হয়ে গ্যাছে মুর্দা দুনিয়াজাত!

BANGLADARSHAN.COM

রাঙা পোকা

সময় এসেছে এখন রাঙা পোকা বেছে ফেলার
রাঙা পোকা লেগেছে জমিতে লেগেছে চারায় ভাই
লেগেছে বীজ ধানে আর মনজমি কুঁড়ে কুঁড়ে খায়
মেদিনীর মধ্যে দ্যাখা যায় এইসব পোকা বেশি
দ্যাখা যায় রঙিন গড়ের মোরাম বিছানো কাঁকুড়ে মাটিনীতে মায়
এই রাঙাপোকা সারি সারি বয়ে নিয়ে যায় বিষ্ঠাদলা
পেছনের ঠ্যাঙ দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে পেছনের দিকে নিয়ে যায়
প্রথামত–মনে ভাবে চলেছে সামনে এহেন এক জীবদল পৃথিবীর
নিতান্ত এই বিষ্ঠাদলা ঠেলা রাঙাপোকা উদর সভায় নিমগ্ন
নাম গান ও দখলদারী ভালো বোঝে এই সব রাঙাপোকা
অব্যর্থ উন্নতি সুবোধ সমাজে আমাদের আজ ভাই
সামনের দিক বলে কিছু নেই তাকালেই পেছনের দিক
আমাদেরই প্রথম কৌশল অপ্রতহত রাঙাপোকা পেছনের দিকে যায়–!

BANGLADARSHAN.COM

সশস্ত্র সংগীত

সামলাতে সামলাতে নীল ব্রজ চোখ বিচরণ ক'রে দেহমাঠ
অর্ধেক উলঙ্গ হ'ল ঋজুবতী দণ্ডধারী সব অগ্নিঋষি
গোপন গোপন গোয়ালা কিশোরীর আপাদমস্তক তেমনি সুগাঢ় হ'ল
নজরে নজরে রাখা নদী ঢিবি গুহা এবং মাটিনী জলজ হাওয়া জঙ্গল
মৃত্তিকাশ্রীর অবিরল বিগলিতা ধারায় সবরমতির উষ্ণ টান এক
কাদের প্রতি–বুঝে ওঠার আগেই দোয়াতে শুরু হ'ল চরাচর আমাদের
ইচ্ছে ঘনিষ্ঠতার চাতালে রেখে কারা যেন সাবাড় করল সবরমতি
দু'পার ঘেঁষে শুধু গোবিন্দ আলুর ক্ষেত, তুমি কী জানতে পেরেছ এর অর্থ।
গোবিন্দ আলুর কলি তুলে উপহার দিল ঋজুবতীকে তুমিও পার এমন প্রীত
জলের কিনারে দর্শন সাজিয়ে ঘাপি মেরে বসে থাকে কারা যেন–
জলরীক প্রাণীর জলের জলসায় কেমন জীবনযাত্রা এইসব জলের
আগ্রহে দুটি নীলব্রজ চোখ তাক করে থাকে মৎস্য সঙ্গমের শ্রী
শেওলার পালঙ্কেই দৃশ্য অভিযান প্রেমধুল মাখা তোপ তাড়নায়
মৎস্য সহবাস জল বিছানায়; তখনই বিশ্বে নত সূর্য্যতাপ
আরও আরও বেশি গাঢ় মনে হয় হৃদয়বল্লীর ছোঁয়ায় দেহমাঠ
চুপিচুপি কাঁদে জোড়া অভিযান আর সশস্ত্র সঙ্গীত পৃথিবীর–!

BANGLADARSHAN.COM

সীমান্ত বালক

এই বোধ কখনও জেগেছে কী?
তুমি পাশে আছো, তথাপি
কালরাতে দোবকীর মেয়েকে স্বপ্নেই কিছুক্ষণ
কে যে উস্‌কে দিয়ে গ্যালো গতরাতে ঘুমের ভেতর
চিৎকার শুনেছিলাম মদন মালের
বাতিল জঙ্গলের ভেতরই ডাক
দোপদী দোপদী-দ-ও-প-ও-দী-ই-ই-কোথায় আমার
তারপর নির্জন দুপুরে কুপোমুণ্ডক সীমান্ত বালক এক
খানাতল্লাশী করে যায় খোলা দেওয়ালের ভেতর আর
জানলা দরজাবিহীন পড়ো ঘরে খুঁজে যায় তার হারানো আদর
খুঁজে যায় শুনশান ছাদের কার্ণিশে নৃশংস প্রমাণ কিছু
ঘর! অনেকটা ঘরের মতই—ঠিক ঘর নয় বুঝি—প্রমাণ লোপাট!
জ্যামিতিক ঘুলঘুলি ব্যাস, এখান দিয়েই দ্যাখা যায় নীলাকাশ
পাখিনীবাহন! কি যেন খোঁজে, খুঁজে যায়—
সীমান্তবালক একা একা এই পড়ো বাড়ির ছাদের ওপর
পাখিনী বিজ্ঞাপণ দূরভাষ মাস্তল কোনো বার্ত নেই
খুঁজে যায় গতরাতের হারানো দোপদীকে কোথায় দোপদী!

BANGLADARSHAN.COM

ভূমিপুত্র ভুবন প্রত্যয়

সারি সারি চলে যায় গূঢ় সন্ধনে কইড়া জাঙাল
কোথায় যায় তুমি জানো–ভূমিদূত তোমাকেও বুঝি মহাবোকা ভাবে প্রত্নজীব
পেছনে পেছনে তুমিও চলেছ যেমন চলেছে প্রাণীরা
আর চলেছে ঘুর্ঘরা পোকার দল, ভূমিতল দেশ ভালো বোঝে এরা
সবার আগে ডাক পেয়েছে অন্তরভূমি। উঁচু পর্বতের দিকে চল
কইড়া জাঙ্গালের ঠ্যাঙ ছাপ অনুসরণ ক'র কোনদিকে কোন পথে যায়
গুহার অথবা গর্তের ঠিকানাটা নাও সামনে উঁচিয়ে আছে ভয়ঙ্কর ধাক্কা!
তুমিও কি মনে ক'র পর্বতমালা অনেক বেশি নিরাপদ
যার যার নাম আছে অন্তিম লগন মায় তাকে তো যেতেই হবে চূড়া ও অচূঁড়ায়
ভূমিদূত ঝড়ে যদি ঘর ফেলে দেয় তোমার, অথবা পড়ার উপক্রম
তবে তুমিও ঝড়ের সাথে মিলেমিশে এক সাথে ঠেলে ফেলে দাও ঘর
ঝড়ের করুণা যদি হয় ভেবে দ্যাখো একবার
ঝড়ই তোমার ঘর খাড়া ক'রে দেবে সমতল মালায়
করুণাই জাগতে পার না, ছেড়ে চলে যায় করুণারা
গোণ্ বুঝে মন ধর মন ভেসে চলে যায় বানের সভায়
যে আছে নিজের ভিতরে সব দ্যাখ্যা তার উজানে ও ভাটায়
তবে তুমি কতদূর যাবে–যেখানেই যাও ভূমিদূত
ফিরে ফিরে এখানেই আসতে হবেই ভুবন প্রত্যয়!

BANGLADARSHAN.COM

ভরণী নক্ষত্র

ভোরাই অঞ্চল তার বিচরণ ভূমি দক্ষিণা বাতাস উন্মগ্ন
আর একটি উদম মাতলা নদীনী জলকোলাহল প্রবাহিত
একদিন জন্ম হ'ল জলাধার ভেঙে মেঘশিশুর; সময় ছিল ভাসমান প্রথা
শৈশব যাপন শুরু; ছোটে ঝঞ্ঝামান গতি উর্ধ অধ চতুর্পাশ ধায়
ছুটতে ছুটতে কোথাও থামে না যে কোনো অববাহিকায় এই বাদল লহরা
বিমুখ জননীর জান-জল শোণিত বিমুখ সকল মাতৃহারা গুড়ি গুড়ি ঢেউ
সেই থেকে বাজে শুধুই সে বেজে যায়; দ্বারে দ্বারে অনন্ত গানের মতন মায়
ধাওয়া খাওয়া জীবন জানে অন্তর্যামী এই ভূমণ্ডল জানে এই জলজুড়ি
বিনয়ী সম্ভাষণ তার জোটেনি কখনো কোনদিন উল্লাস নগরে ও গাঁয়
আজ পড়ে আছে গতিপথ; ছড়ানো সামান্য তণ্ডুল ও অনন্ত দিব্যজ্ঞান
তথাপি নাস্তিক ও আস্তিক কিছুই বোঝেনি পারিষদগণ শুধু কাঁটা ছেঁড়া
পারিতোষিক জানা নেই; জানা নেই তেলপাত্র দরবার সভাগৃহ একাকার
সময় কেটেছে কোমদর রূপমালাদের সাজ পণ্য ক্ষেত পাহারায়
পাকাল হরিণীর পিছে পিছে ঘুরে ঘুরে মরেছে আজন্ম ভরণী নক্ষত্র
তবুও লাগেনি সে নক্ষত্রের গায়ে নাভিভাঙা বনের সুগন্ধ!

BANGLADARSHAN.COM

রাইচাঁদ বড়াল গলি

জীবন বড় খাংড়া সভ্যতায় বাঁধা সকল নগর মহল্লায়
যেমন সাজানো পাখনা হাঁ হয়ে বসে থাকা রাইচাঁদ বড়াল গলির ভেতর
ললিতে বিশেখেরা খুব উন্মুখ আঙুল উঁচিয়ে আড়ালে আড়ালে গণিত কথা
গণিকার দর কষাকষি, নয়নে নয়নে কথা হয় পরপর আঙুলে আঙুল সংখ্যাতত্ত্ব
দু'আঙুল দু'টাকা, পাঁচ আঙুলের ভাষা উর্দ্ধমুখি, নিম্নমুখি ডানা ভাঙা ডাক ব্যথা!
আয় বস নাহলে যা–ঢেবনা কানু দাস খায় খিস্তি খেউর সুন্দরী লাবণ্য দীপালির
দুধ গন্ধ মেয়েটির সবে সারিতে দাঁড়ানো নেমেছে আজ বিকেলেই প্রথম
শাড়ি নয় সস্তা পাতলুন জড়াজড়ি লাল ঠোঁট দ্যাখা যায় লাজুক চিবুক
ফুটপাথে তার দেহ দোকান ইশারা সকল রকমারি সারি সারি আর
ট্যারা টিটকারি মায়াপুরি বুলি, নয়া চাল সাধবেশি ভাত বাড়ে অধিক
পেট গন্ধ ভরা গলি, বসে যাও যদি একটুখানি নাগর তবে আজ ঘরে জ্বলবে উদর
সামান্য দালালী পাওয়া এই পথে রোজ আসা যাওয়া রাধার মরদ হে মাধব গয়ালী
নদীয়ার হাঁসখালি থেকে ভোররাতে আসা ফিরে যায় মাঝরাত বরাবর শেফালী আঁখিদি
ভোর হতে সামান্য দূরত্বে দাঁড়ানো ভোরের পাখিনী, টাকা গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে যাওয়া
তারপর আবার নটংকি রাইচাঁদ বড়ালের গলি।
শরীরের গন্ধ নিয়ে শুরু রজনীর গন্ধ ওঠা সাজানো পাখনা
এই মাত্র নিতাই বৈরাগ্য পেয়ারাওয়ালীর ঘর থেকে দাঁত কেলাতে কেলাতে বেরিয়ে এলো
রাত্রি গলির ভেতর রাইচাঁদ বড়ালের ধূণ ছাড়ে গণিকার প্রেমিক এখন।

BANGLADARSHAN.COM

জঙল কপোত কপোতী

তৃতীয় নয়ন খোলার পরেই মনে হ'ল
ঘোরাঘুরি করছে নগরে নগরে ত্রাসের বেড়াল।
দিচ্ছে কুক্ ঘন ঘন এই কথা বলে পাঠালো
আসর সঙ্গমে ধ্যানমগ্ন বৌদ্ধ গৌতম
মাক্কু রাজাকে বিবিধ বিষয় তাদের বাণী শোনালেন
এতো বুদ্ধিসম্পন্ন প্রজারা সকল হাস্যরসে নাচ গানে ডুবুডুবু
বড় প্রিয় আরূঢ়–বামাল এই সব রণদলগুলির
একাকার করা মাঠ ময়দান বারুদ আগুন আর
মেয়েমানুষ পালিত উৎযাপন ভুবন আমাদের!
বাচ্চু রাজা আকাশ ভূয়ের উদরে ওড়ালো বিভূতি
নত মুখ কস্তা ধ্বজা সস্তা শিলালিপি উৎসর্গ মহামায়
গুহ্য কার্যালয় মিত্র বউ হাট দফতর, বেতারে কী ঘোষণা হ'ল
কান পেতেছ কী? দিকে দিকে ঘোষকের দল পাঠানোই সার
এতো কিছু জানো এটুকু জানলে না রাজা আমাদের!
কোনখানে ছকবন্দি নীলছবি কোনখানে বহতা নদীনী
বাতিল ক'রে দাও পরের জমিন–মার্কিনি তালুক দ্যাখাও জুজু
ইন্দোনেশিয়া থেকে ধরে আনো সফেদ ভালুক
অধিগ্রহণ এখনও হ'ল না যে সারা এবার যাবার পালা সাথী
দাও ফুলের ঝাপটা চড়াও শোণিত ফোঁটা প্রতিক্ষায় যত ক্ষোভধ্বনি
শেষবারের মত একবার দাগ তোপ ওড়াও জঙল কপোত কপোতী
মনে পড়ে ত্রিশ বছর আগের গূঢ়চিত্র
জিন্দা জ্বালা দিয়া জিন্দাবাদ মুর্দা হয়ে গ্যাছে সেইসব দিনরাত আমাদের

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চান্ন গ্রাম নাগরিক বাবা

পঞ্চকুলের স্বজন শতকূলের পোষণ
পথ ছাড় বলছি; শোণিত ছলনা;
আমি কৌরব বিকর্ণ মাহাত: পালিত খুড়ব ছানাপোনা
ধনা শনা কোন ছাড়; আর তুইতো সামান্য নাবালক
সিলিম দশকের গাজা অবতার এই কৌরবগণ
আমলাশোল বাজার কুরু পদতলে লীন
কৌরব অত্যাচারে নুনজরা পঞ্চান্ন গ্রাম
বায়াস বংশের দেয়াদব বংশধর
ধ্বংস ক'রে দিয়েছি উল্লাস নগরে একশ বিশ কোটি ভাই!
কুরু বাবার হাতে ধরিয়ে দিয়েছি শান্তি ঢাকা ছাতা
ছাতার বাঁটের মধ্যে গুহ্য গুপ্তি; ন্যায্য স্বাধীনতা
তুমি যাই-ই বল না কেন অহিংস বাবা–
তাস খেলা! জুয়া! মদ! মেয়ে! আর
খাসির মাংস কৌরব ভুবনের স্বাধীনতা!
দাবিদার খাবি খায় খোয়ায় পাথরে রাস্তায়
বাবাজি ঘায়েল পাদদেশে পথে ও ধুলায়
কে আছে আমাদের মতো দেশ দশ কুরুভক্ত
কৌরব নেওটা খেট শম্ভু আর হাতকাঁটা জামা মুর্মু
ওরা সব থাকে অন্তর গম্বুজে ওদের হাতে সব জাদু
করমচাঁদের হাতেই ধরিয়ে দিয়েছি শান্তি ঢাকা ছাতা
ছাতার বাঁটের ভেতর গুহ্য গুপ্তি রাখা
এ আমার ন্যায্য স্বাধীনতা
তুমি যাই-ই বলনা কেনই অহিংস দা
দাবিদার খাবি খায় খোয়ায় পাথরে রাস্তায়
ঠাকুরদার মূরতির পাদদেশে পথে ও ধুলায় কাদার
আছে কে আমার মতন দেশ দশ দেশপ্রাণ ভক্ত
আমার নেওটা খেট শম্ভু আর হাতকাটা জামা
আমি থাকি অন্তর গম্বুজ মধ্য, আমারই হাতে সব দুষ্টু যাদু
ওদের কথায় কি আসে যায় নাগরিক বাবা!

BANGLADARSHAN.COM

দুঃশলা

এই গন্ডনীতি জলে ও জঙ্গলে মায়
এই গন্ডনীতি পাহাড়ে জঙ্গলে ধায়;
তবু চূড়ান্ত কায়েম হয়নি কখনও
শুধু জন্ম থেকে হাতিয়ার কাঁটাচেড়া
যায়নি কৃষির মাঠে এই হাতিয়ার
এই হাতিয়ার কল-কারখানায় যায়নি
নড়ানো চড়ানো যায়নি শ্রমপাঠ–
নিতে এই হাতিয়ার; ক্ষত বিক্ষত ক্ষমতা
মানুষের হাতে হাতে ঘুরপাক খায়
ক্ষমতায় আমাদের মাটিনী নদীনী জীবনী শাসন করে সব
দুর্যোধনের একশত বিশ কোটি ভায়েরা বেবাক–!
সুশীল সমাজ হয়ে ওঠে! যে রাষ্ট্রের মধ্যেই যত বেশি খুন
ধর্ষণ জাতীয় অধিকার আমাদের; বোন দুঃশলা যন্ত্রণা নিস (না)
বাক স্বাধীনতার মতন নামান্তর এক নীতি
গ্রামে আমাদের দেশ দেশান্তরে আমাদের!
দুর্যোধনের হাতেই বাজার অর্থনীতি–
ত্রাণ বন্টন; শেয়ালের কাছে যেমন মুরগি বাকী
শিশু বিদ্যালয় পরিদর্শনে কুমিরকে পাঠানো হ'ল আজ
আমাদের শলা-পরামর্শ দখল ও উন্নতি অব্যাহত!

BANGLADARSHAN.COM

মাতৃবাদ

এইতো আবিষ্কার হল জল
ভারী জল ব্যোম জল জল শুধু
জল পাক খায় গুরুপাক লঘুপাক
দশমাস দশদিন পর পেট ব্যথা হঠাৎ
কী হবেগো গোসাইঁ–?
মেঘবাহী প্রেমিকা আমার এখন সেজেছে চাতকী
একটু একটু ক'রে বিষ গেলে রোজ!
নীল বিছানার প্রতিবিম্ব এই জল
দুধ পান ক'রে কোণা ভাঙা মেয়ের
দিব্যি ঘুম থেকে উঠে নিচু অংশ ধোয় জলের
স্বপ্ন ভাঙে; আশা ভাঙে; লোভ শুধু লোভ, গুরুর কৃপায়
বিষ কেটে যায়; দুধ কেটে যায়; জল কেটে যায়; জমাট শূন্যতা
ছিঁড়ে যায় মাতৃবাদ জুড়ে যায় সেয়ানাবিদের মত কৌশলবিধি
মজুত ছিল যত দুধ জল আশা আর লোভ সব ভেসে গ্যালো
ভেসে গ্যালো মানবীর শিশু আর পানের বরজ
এসব কথা জল থেকে জন্ম নিল
জন্ম নিল নীল চাতকীর ডাক

BANGLADARSHAN.COM

সত্যাগ্রহ

কতক্ষণ ছাতা ধরে থাকবে হে ছাতাওয়ালা ভাই
এতো শ্রম ঘাড়ে তুলে নিলে কেন সাঁনতাড়া টোটেমের
দাল, কুচ কালা হ্যায় দাল মে–মালুম হচ্ছে কারো?
মেদিনীর গেরুয়া মাটিনী মোরাম বিছানো মহল্লা আর
বন বাদাড় জঙ্গল এতো সব বোঝা তুলে নিলে কেন মাথায়?
তোমাকে তুলবে ওরা–পথ যেখানে ছেড়েছে পথের আশা
কতক্ষণ ত্রাণের মাথায় ছাতা ধরে রাখবে স্বজন বনের মাতৃতন্ত্র আমাদের
সত্যি করে বলতো অন্ত্যজ হৃদয় কোনখানে থকথকে ঘা তোমার?
এই ভালোবাসা এই রান্না করা খাবার সকল রেখেছ কী ছাতার তলায়?
কঙ্কালসার শিকড়বাসীর জন্য কী খবর ঝুলে আছে মা-জঙ্গলে মঞ্জিলের ভেতর
একি গর্তের ভেতর লুকিয়ে কী থাকতে পারে সাপ আর ইঁদুর
তবে কোনখানে কার প্রতিরোধ! ডান্ডা হাতে রণক্ষেত্রে কী যাওয়া যায়।
নুনযাত্রা ছিল ঠান্ডাখুনপথ চলা, নুন যার খুন তার বুঝলে জীবন মন্ডল
তার গুণ ত্যাগে ত্যাজ্য ছেলে তার এই প্রথা প্রচলন দেশগাঁয়ে আমাদের
সত্যাগ্রহ ছায়াছবি দাঁত নেই শুধু হাসি, মাঢ়ী আছে মুখ খালি পৃথিবীর
চোখ বাঁধা চশমায় মুখ ঢাকা ওষ হরিপুর নন্দীগ্রাম পার ক'রে দাও আজকের ভোর
তোমার চশমার ফাঁক দিয়ে পাও কী দেখতে মানুষ সকল মানুষের গ্রহ
এই সত্যাগ্রহ এই নঙরখানা লবণ ও দানাপানি কার জন্য ছাতা সারাইওয়ালা ভাই!

BANGLADARSHAN.COM

রোজা

জরায় জড়িয়ে ধরেছে তিন খন্ড কাল
বসন্তের ভাঙা বাজনায়
তবুও ছাড়েনি মাছের মতন চাতুরী
সকল ব্যবহারে যেন মনে হয় নিজেকে অধীর
এখন বুঝি দিন আর রাত্রির কী তফাৎ
কাঁপনি বাঁ দিকে শরীরের–ধূৎ
বাঁ দিক কাঁপা ভালো নয়–নয় ভালো
মাশুল গুণতে হয় সেয়ানাবিদের মতন
গুরুর স্বামী খায় শিষ্য বধূ আর
খায় মাছ মাংস ডিম আরো কত কি চর্বিত চর্বণ
পান্ডিত্য হয় বদনাম জোটে না ইনাম
নাম গান মাঝরাতে শুরু
একাদশীতে নামাজ কুরুবাণী এক কৌশলজাত আহার
চল মৌল শিষ্য ডুব দিই এবার একাদশীর আব্বাজানও পাবে না টের
উপোসি পেটে জল গেলো
জলের তলদেশে চুপি চুপি গো-গ্রাসে আকণ্ঠ জল গেলো
এখন ওই কচি মেয়েটাকে সাঁতার শেখাও–তারপর
উৎসর্গ ক'রে ছেড়ে দাও বিশ্বায়নের ময়দানেই সোজা
একাদশীর চরায় বালি জোছনায় শুরু ক'র
মাছ মেয়ে উৎসবের রোজা একসাথে আমাদের বিশ্ব পাড়ায়–!

BANGLADARSHAN.COM

অক্টোপাস মূল

যে গাছের নিচে ঠেক গেড়ে ছিল লুঠেরা সকল
একদিন তারাই বসালো সে গাছের গুঁড়িতে কুড়ুল;
চাড়িয়ে চলেছে গুঁড়ির অতলে অনন্ত মূল–
ফাঁস এঁটে বসে আছে মৃত্তিকা জঠরে লুঠেরাদের পরোয়ানা;

এ কোনো নূতন প্রমাদ নয় চির প্রবাদ
এ জঙল জন্মের বৃত্তান্ত দীঘল ধারাপাত
এ জঙল সংসার থেকে কোনদিন কোনো গাছ চারা মরেনি
এ লুঠেরাবৃত্তির কাছে কোনদিন কোনো গাছ হারেনি
ভূমির সন্ধানে সন্ধানে শুধুই বাতাসে উড়িয়েছে বীজ

সোহাগে সোহাগে পতঙ্গ ও পাখির
বনে বনে পরাগ মিলন
এ বৃষ্টিধোয়া জান গাছ বংশের দীঘল ইতিহাস...;

BANGLADARSHAN.COM

আজও এ জঙল নাটক কত সত্য কত সুসুন্দর জীবন গভীর
যে শুধু কুড়লের আঘাতে আঘাতে অধিক শিকড় চাড়ায়
মাটিনীকে খামচিয়ে অক্টোপাস মূল হয়ে পড়ে থাকে নিঃশুপ;

পাতার রেকাবি

কালো কালি কালো কলম কি কথা লিখি কার কথা লিখি
ও আমার কালো কালি ও আমার কালো কলম
এই তোমাকেই বলি–
ও কলম তোমার চোঙাকৃতি নলের ভেতর
অনুসন্ধান কথা আছে কি তেমন কোনো
উগরিয়ে দাও এই সাদা কাগজখানায়–

ও হিম তাপ ও ও দল পাপড়িরা কেন ভেজা এই বসন্ত বাদল
ও অধম ও অবাধ্য ও অবোধ কলিজা
অসমান মানুষের গভীর থেকেই সমান মাটিনীর বুকে স্থির গাছের নিকট
উঠে আয়! স্থির শ্বাস প্রশ্বাসই প্রবাহিত পৃথিবীর ঋজুপাঠ গাছেদের–
তবু জানি! পৃথিবীও ঋজু নয় নিটোল গোলাকৃতি নয়
ট্যাপ্ খাওয়া ঘড়ার ঢঙের মতন কিছুটা

BANGLADARSHAN.COM

সমবায় গ্রামপাড়া আমাদের ঘূর্ণিচক্র ঘুরতে ঘুরতে কে কোথায় যাবো
ভাইবোন বন্ধু পরিবার পরিজন সবাই ঘুরছে যে যার পাশাপাশি
আমি শুধু এক স্থির শান্ত গাছ খুলে ফেলেছি পাতার রেকাবি–!

গোলাকৃত ক্যারাভ্যান

বৃহৎ এক গোলাকৃত ক্যারাভ্যান
বহন ক'রে আছে অসংখ্য অসার যাত্রী
বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অফুরন্ত সময়ের দিকে আমাদের
ভ্যানের মধ্যেই পরিবেশিত হচ্ছে প্রাত্যহিক জনমের ধারাপাত
হাসি ঠাট্টা নাচ গান আর কর্তব্য বিমূঢ় নাটক
খুব গোপনে সাজানো হয় হত্যালীলা পর্ব আর–
আত্মঘাতীর চিত্রনাট্য খুব শান্তভাবে লেখা হয়!

এই ভ্যানেই মঞ্চস্থ জীবনযাপন সকল দৃশ্যাবলী
এই ভ্যান মঞ্চে হেসে যায় গদ্য পদ্য জান চতুর্দ্দশী থেকে প্রতিপদ
খেলে যায় শুক্ল পক্ষ থেকে কৃষ্ণ পক্ষে মহা ধূমধাম
নেচে যায় অমানিশি থেকে রোদমালা ছুঁয়ে রসাতল
গেয়ে যায় যাত্রাপথে যাত্রী অংশত জীবনমুখি গান
গন্তব্য এলেই নেমে যায় তার গ্রামের ষ্টেশানে এখানে কিছুকাল বাস
তারপর হৃদয়জ্ঞানে কে কখন এই ভ্রম থেকে খুলে যায় ভেসে যায় বুঝি!

সমস্ত চিত্রনাট্য পাঠাগারে রেখে দিয়ে একদিন টুক্ করে খসে যায়
গোলাকৃত ক্যারাভ্যান থেকে বাজি রেখে জান–!

BANGLADARSHAN.COM

আগুন-কলম

নাম জেনে নাও ওই জওয়ানটার
ওর সঙ্গে দ্যাখা হবে কোন এক জঙলপাড়ায়
অথবা পাহাড়ে নতুবা জলস্রোতের কিনারায়
ওর কপালে তখন আগুন-কলম দিয়ে লিখে দেব
কিভাবে অত্যাচার প্রশিক্ষণ নিতে হয়!

তল্লাশির উর্দি পরে অভিযানের পতঙ্গ ওড়ায় যে বীরপুঙ্গব
দরজা ভেঙে ঘুম আর বের করে নিয়ে আসে ঘরের বাইরে
করব তাকে পুরষ্কৃত কোনো এক পাহাড়ের ঘা-খাদে!

যে গ্রামের কৃষিক্ষেতে ফসল মাড়িয়ে পড়ে থাকে জওয়ানের বুটের ছাপ
ভোরের শিশু দেখে বলব আমিও প্রস্তুত
তোমার সঙ্গে দ্যাখা হবে কোনো এক গুহ্য বাঁকে–!

BANGLADARSHAN.COM

এই বন্দু; বুলেট এই; টুপি; এই বেল্ট; এই বুট
এইসব স্বাধীনতাগুলি তোলা আছে কার জন্য...?
এইসবগুলি পরম্পরা চাহিদা যাকে তুমি সশস্ত্র বিপ্লব বল...?

জঙলময় তল্লাশি

শ্রাবণ জঙলে একটা কোকিলছানা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে অনর্গল
মায়ের ভায়ের উঠোনে বাসা খোঁজা ভর ক'রে কচি ডানায়
গান্ধর্ব প্রসবপর্ব সেরে গ্যাছে বসন্ত স্খালনে কোকিল কোকিলা
এ সময় গোপন থাকাই জঙল গারদে ধুলো দিয়ে প্রহরীর চোখ
নিষিদ্ধ খোলা বায়ু জঙলময় তল্লাশি কাদের যেন–
সঙ্গে নিয়ে মায়ের ভায়েরা! শ্রাবণ জঙলে একান্ত গরাদ ভিজে যায়!

বসুদেব মাহাতোর ছেলের জন্মের সঙ্গে কিছু মিল আছে ছানাটার
এরকম মিল আছে ফুটে ও ফটকে আরও অজস্র ছানার জন্মের বৃত্তান্ত মায়
এরকম মিল না থাকলে ভরবে কেন তবে পথের খাটাল আর–
যশোদার অনাথ আশ্রম; ধারাল বাঁকা ঠোঁট এগিয়ে যমের বাহনের!

এ বুঝি ভ্রম! চোখ বুঝে ডানার অতলে লুকনো ডিম! কেউ বুঝি দ্যাখেনি!
হায় মামা তুমিও না...? তবে বল, কেমন তোমার ছানা ধরা প্রকল্প...?
তোমার প্রকল্পে যে মুতে দেবে সে বাড়ছে অনাথযাপনে আজ!

BANGLADARSHAN.COM

ডানা বাড়লো কোকিল ছানাটার পোক্ত ডানা দিগন্তে ভাসালো
একান্ত নিজস্ব কষ্টে স্রাব ঝরানো ভূ-মা! স্ববাসা বাঁধার তাড়না আপ্রাণ
আর নয় অনাথ যাপন! আর নয় যশোদার অনাথ আশ্রম!
নয় জ্বালাতন পালিত বাসামাতাকে–
মামার প্রকল্পে বিষ ঢেলে ঘর পাক সব ছানারা দিগন্তে আমাদের!

গান দে মা

প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পূর্ণিমা থেকে একাদশী
একাদশী থেকে সংক্রান্তির এই প্রবাহিত সময়
খুঁজে বেড়ায় মানুষ যে মানুষ রাখবে নথি লেখা
সময়ের কৃষ্ণপত্রখানি যার মধ্যে সবটুকু কথা
গূঢ় কথা থরে থরে থাকবে সাজানো অনন্ত
নূতন আসবে যে মানুষ খুঁটে খুঁটে বেছে নেবে হিতকথা
ওড়াও একত্রিত মানুষের ভিড়ে শুক্লপত্র ক'রে ওড়াও
গাছেদের নাম লিখে, নদীনীর নাম লিখে, লিখে দেশেদের নাম

পৃথিবীর সব দেশেদের নামগুলি মানুষের মতন
পৃথিবীর সব নদীনীর নামগুলি মানুষীর নামের মতন
পৃথিবীর সব গাছেদের নামগুলি স্ত্রী ও পুরুষের নামের মতন
স্ত্রী ও পুরুষের নামের পাশেই পড়ে থাকে পদবী প্রসব সূত্রেই
পদবির ভেতরই পড়ে থাকে পরিমাপ পদের, মানুষ থেকেই মানুষ ছিঁড়ে নেবার!

BANGLADARSHAN.COM

পদবির ব্যবহার আগুনের মতন চাড়িয়ে যায়
পদবির ব্যবহার জলের মতন গড়িয়ে যায়
পদবির ব্যবহার বাতাসের মতন ছড়িয়ে যায়

তথাপি মানুষ ভালবাসে নদী ভালবাসে পদ
তথাপি মানুষ ভালবাসে গাছ ভালবাসে পদবী
তথাপি মানুষ ভালবাসে দেশ ভালবাসে নাম
তথাপি মানুষ ভালবাসে ভালবাসে সব মানুষ!

ডেকরা বীরত্ব

মূর্খ এই তাপ বোঝে না বিসর্গ
বিবাহিত রমণীকে ফুসলিয়ে আনায়
কতটা আকাশ লুকনো হ'ল–?
ভাঙচোর হয়ে যাক স্বর্গ এবং কারাগার
ডেকরা বীরত্ব তাকে ঘরে তুলে নিয়ে এলো
লোকালয়ে মুরদ দ্যাখানো চরিত্রবান এক
অরণ্যে যেটুকু প্রেম ছিল এবং দাবানল
এই তাপ নিভানো; অরণ্য ছাড়াই কারও সম্ভব নয়!
তাপশূন্য শ্রদ্ধা আর ভালবাসা অনেক সংশয়
ঘোড়াও ছোটে না শীতের বিকেলে নিভানো আলোয়
অন্ধকারেও যদি জ্বলে ওঠে অবাধ মশাল
নীল রশ্মিশিখা তাকে সাধুবাদ জানায়!

BANGLADARSHAN.COM

দেহবল্লির গভীর অরণ্যে খাপ থেকে খুলে ফেলে কঠিন ডেগার
বোঝেনি মূর্খ এই তাপ মুরগি সময়

গ্যারিলা কায়দায় রক্ত ঝরলো
বিছানার চাদরে অনেক; এমন দুর্বলতা–
হলুদঅরণ্যে যে সংঘাত হ'ল মেয়েমানুষের প্রতি
বারবার মূর্খ এই তাপ নিজেকেই প্রতিপন্ন করে দাঁড়িয়েছে দরজায়!

চন্ডীদাস রজকিনী

ভীষণ নাম ধরে কতবার ডেকেছিল দীয়া
নির্জনেই চেয়েছিল দু'চোখ–সাড়া নেই
দেখে নেয় তবু দৃশ্যহীন ক্যানভাস;
ঘুরে মরে তুলি প্যালেটের চারপাশ
রঙধোয়া জলের কিনারে খেপা
দৃশ্যত চরাচর শুনশান মুখের আদল–!
সোনাদিন রূপোরাত্রি, তুমি জানো
দীর্ঘদন্ডের খেলায় খুনসুটি ছিল কার বেশি?
সব ছিল লোলজিহ্বা লালিকায় ঢাকা
বোঝনি সুতলির সরাগিট!

নারকেলমালায় জমা আলো অন্ধকার
জমা আছে যতসব আগেকার খসড়া
সুখ ঢেকে যায় জড়াতে জড়াতে আকাশওড়নায়!
উদম নীলাভ বিছানা; এখন সাজানো ঘরদোর
কেউ নেই; পড়ে আছে দীয়া একা একা জোছনায়
বল, প্রেম বিভাগের দেবতা এখন কি উপায়?

রোদের পার ধরে ছুটে যা-রে মেয়ে
ছিপ্‌ফেলা ঘাটে; মাছ ধরে চন্ডীদাস জলজুড়ি ঢেউ
কখন ফাতনায় নড়ে ওঠে ঘাই ইশারা রজকিনীর টান;
দীয়ার চোখ ভরা; ছেলেটি পাগল ভীষণ
এখানেই জ্বেলে দিতে হবে প্রেমদীয়া!

BANGLADARSHAN.COM

বাস্তকথা

সব কল্পঋতু হয়ে যাবে ভেবেছিলাম কি সেদিন
এই জানপাখি উড়ে যাবে ছেলেদের পাড়ায়
ও মদনমোহন একি হ'ল...?
না থাকে যদি জানপাখি তাহলে শুধুই মদন তুমি
বনহীন মায়াপ্রাণ শুধুই উজ্জ্বল মৃত্যুন!
রোগা ডানা থেকে অসহায় খসে পড়ে পালক
যাকে রেখেছি পাঁজর খাঁচায় আদিম গন্ধভরা শ্বাস

ও আমার জানপাখি অভিযান বোঝনি
দুঃখ বুঝেছ বোঝনি বৃক্ষ সোনাপাখি
এখন ডানায় কতদূর যেতে পারো

চঞ্চুর চঞ্চলা কতটা উদ্বিগ্ন হলে দশটার লোকাল ছুটে যায়
রোববার ছুটিরদিনেও কতটা সুখ নিয়ে যাও দাবানল যাত্রায়
নজর মিথ্যে কিছু বলছে না, সব বাস্তকথা
শোক নিয়ে ফিরে আসো উস্খুস্খ রাত্রির চুলের মতন!

মনে আছে কি, না মনে পড়ে সব কথা
তবু জানি লেখা রবে সব কথা
লে লিখবে? লিখবে অনন্ত গোঁসাই!

BANGLADARSHAN.COM

মহা সুদৃশ্য কমলালেবু

সকল আমিরা কেমন যেন আলো থেকে ছিঁড়ে যায়
সকল আমিরা কেমন যেন জল থেকে সরে যায়
সকল আমিরা কেমন যেন বায়ু থেকে খসে যায়!

খসে পড়ছে মাটিনী! মাটিনী পড়ছে সরে! ছিঁড়ে পড়ছে মাটিনী!
সকল আমিরা নিজস্ব বৈভবে বলে ওঠে কথা
আমাদের হাতের মুঠোয় সুদৃশ্য কমলালেবু
তবুও কক্ষনো সুদৃশ্য কমলালেবু বলে ওঠেনি
আমার হাতের মুঠোয় সকল আমিরা
টের পায় তার উদরের মধ্যে জানে অব্যর্থ নড়নচড়ন,
আমাদের মহা সুদৃশ্য কমলালেবু!

অমৃতা মাটিনী থেকে জল জল জল
অমৃতা মাটিনী থেকে আলো আলো আলো
অমৃতা মাটিনী থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় হাওয়ায় একমাত্র নিরপেক্ষ!
সেদিকেই পড়ে থাকে সুদৃশ্য কমলালেবু জান নিরবেই
আলো জল হাওয়া অমৃতা মাটিনী দোসর একমাত্র!

কোথায় আমিরা ব'লে যায় অমৃতা মাটিনী...?
খসে পড়ছে মানুষ থেকেই মানুষ। সরেই পড়ছে মানুষ থেকেই মানুষ!
ছিঁড়ে পড়ছে মানুষ থেকেই মানুষ!
অমৃতা মাটিনী কাঁদে একা একা একা...!

BANGLADARSHAN.COM

মহাভারত আমাদের উঠনটা

কয়েকভাগে ভাগ হয়ে গ্যালো উঠনটা আমাদের
নিজের মতন করে বেড়া টানলো উত্তরসূরিরা
পূর্বসূরিরা নিরব নিঃশ্চুপ; ছিলনা সেদিন কথা
স্থবির মুখ তার ছিলনা বয়স শব্দটা করার
মায়ের শুধু ছিন্নভিন্ন বুক দেখেনি কখনো কেউ!

আজও যেন ভায়েদের সকরুণ মুখ ও-বেড়ার ধার দিয়ে ঘেরা
ভায়েরা এলে কথা বলে দাদার উঠনে তবু ঘরে ঢোকে না আত্মারা
দাদাও তাই এলে পরে নিজের উঠনে নেই কোনো উত্তর উত্তরা!
বাবা থাকতে একদা এসেছিল অতিথিরা আমাদের পাড়ায়
দাদারা বড় প্রিয় ছিল অতিথিদের খুঁচিয়ে তোলে ভিটেলক্ষ্মী
সুযোগটায় গেড়ে ছিল যক্ষী সত্যনারায়ণ সেবার বৈঠকী!

BANGLADARSHAN.COM

আজ এপাশের উঠনে দাঁড়ালে স্পষ্ট দ্যাখা যায় অন্য উঠন
কোনো পথ নেই টপ্‌কে যাওয়া দাদার রক্ষীরা বেড়ায় ঠাসা
আমরাও তাই, ডাকে না দাদাও, শুধু তার বাচ্চা হাত দেখায়
ঠাকুর্দার ভিটে ঠাকুর্মার ছায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেরে মায়ায়
বেড়ার আড়ালে ছোট ভাইটিও ডেকে ডেকে সে উদাস বাউল
সে অতিথিরা চলে যেতেই দাদারা সে এক আগুনের লীনাক্ষী
বাবা কক্ষনো বিশ্বাস করেনি এইসব যক্ষী লক্ষ্মী খেলা!

হাওয়া ভাগ হয় না! আকাশ ভাগ হয় না! না হয় জল ভাগ
মানুষ ভাগ হয়! ভাগ হয় মানুষ! মানুষ ভাগ হয় ভাই–!
বেবাক নারায়ণসেবা; তবু সেও এক মহাভারতের সেবক অথবা সেবিকা!

খাদ্যসংহিতা

এসেছিল ভক্তিবনে যত ভক্ত আর–
ভিক্ষুক চরণে ক’রে মাথা নত ভিক্ষা প্রণাম
হাতের বাদ্যযন্ত্র বলে পরাণের কথা
তোলে বোল গোত্রগাথা জলের মতন
পবিত্র পবিত্র বলে সেও এক জাহ্নবী প্রবাহ
মিলেমিশে একত্রে প্রেমজ তরলে দিই ডুব
আরেক জনম বলে যায় পেটগদ্য
সুর ক’রে গেয়ে যায় খাদ্যসংহিতা!

যত সব ভিক্ষুক ভিক্ষুকী খাদ্যসংহিতা ক’রে পাঠ
যত সব বাউল বাউলী খাদ্যসংহিতা ক’রে পাঠ
যত সব মানুষ মানুষা খাদ্যসংহিতা ক’রে পাঠ
লোক লৌকিক আঁতুড় অন্ধ খোঁড়া সব জনবাসি গ্রাম
ভক্তিবনে পাত্র ধরা ভরা অভরা নীলাচলের পথে জান একা
হাতের ওইসব বাদ্যযন্ত্র এ-কী সব কথা?
কোথা হে পেটমাতা পেট ভরাও গো বাবা...!

চাড়ালাম পেটমন্ত্রে বাদ্যযন্ত্র গন্ডুষসভায়
খঞ্জনি বলে খাং খাং খাং খাদ্য দাও পেট রসাতল
কর্তাল বলে খাই খাই খাই আগাপাছতলা সব খাই
শ্রীখোল বলে খরাং খরাং খরাং খরাখাদ্য ত্রিভূব আকাল
ভক্তিনগরে পবিত্র অপবিত্র ভক্ত ঘরে ঘরে সব
পেট ভরাও হে খাদ্যের বিশপ খাদ্যসংহিতায় আজ!

BANGLADARSHAN.COM

রাজার গোপাল

পুলিশ মারলে মানুষ কাঁদে না
কাঁদে তার পরিবার
মানুষ মরলে মানুষ কাঁদে যে;–

আমাদের সবকিছু দেখ্‌ভাল্‌ ক’রে সরকারি গোপাল
যা গোপাল যা সাদা গাভী সাদা ভেড়া দে পাহারা
তন্ত্রদিবস মন্ত্রপুত নয় তুই এখানে কি করবি
এখানে এক’শ কুড়ি কোটি হিটলার
গোয়েবেল সামান্যই কিছু বারবার ঐতিহাসিক ভুলই স্বীকার

যা গোপাল যা তুই ঘাসভরা ময়দানে ঘাস হত্যা ক’র
ঘাস হত্যা ক’র পুঁজি সামলা গোবাদিবাবুর
চাষ মেরে হাস নির্মাণ পুতুল কারখানা কুক্‌ড় মারার জন্য লোক পাঠাও
যা উড়ে যা সকল পক্ষীবাসি দিগন্তে ওড়াও জনম ব্যথা

BANGLADARSHAN.COM

যা গোপাল যা শুনশান জঙলে যা ওখানে গরিবস্য গরিব
ওদের মুখে সেঁটে দে উন্নতির বিজ্ঞাপন
গোপাল বড় প্রভুভক্ত গোপালের বড় শক্তনীতি
কোথায় পালাবি তুই জবুথবু হয়ে বামপদ ভাই

গ্রামে গ্রামে জুজু ঘোরে জুজু
গান আর বাঁশি বাজে সকরুণ
কান পেতে থাকে গ্রামের মানুষ
কখন আসে কোন রাজার গোপাল!

মুখে খড়ি

নে ধর কেউ দেখবে না এমন কি আমিও না
এদিক ফিরি আমি তুই ফের ওদিক, নে ধর
এই জঙলেই তোর মুখে খড়ি হোক্–

পেয়ে গ্যাছি জায়গা
এইখানেই পাছার কাপড় তোল
প্রাতক্রিয়া সেরে নে, আবডালেই
দাঁড়া, বিড়িটা কে ধরাই
তুই-ও একটা ধরা
লজ্জা করিস নে, লাগা, কষে টান মার
নে, দেখবে না কেউ, এবং আমিও না
একমনে টান, এমন ছাইদানিভূমি কোথাও পাবি না

BANGLADARSHAN.COM

মুখে খড়ি হোক্ এই জঙলেই তোর
সেই আমার প্রাথমিক শিক্ষা মুখের প্রথম
আজও গুরুর সামনে যাচাই করিনি সে শিক্ষা
অথচ আমার ভবিষ্যৎ আমার মুখের সামনে ধোঁয়া ছেড়ে গ্যালো
আমার হারিয়ে গ্যালো বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ ধোঁয়ায় পাকিয়ে কুন্ডলি...

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে যুগ উঠছে পড়ছে যুগ
ওঠাপড়ায় সবাই আমরা, ওঠাপড়ায় সবাই
মুখে খড়ি দিতে দিতে দংশনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি!

ধারাপাতনামা

যাও যাও ঘরে ঘরে যাও দলশিক্ষা
গিয়ে মানুষকে বোঝাও লেখা
অপেক্ষায় বসে আছে যারা
দরজা খুলে চেয়ে আছে অপলক
কখন পড়বে পায়ের ছাপ–একটানা
টক্-টাক্, টক্-টাক্, টক্-টাক...

কি আসছে আমাদের জন্য
বাকী আছে বোঝাবার কি
কপাল খুলবে না পুড়বে আজ
না হৃদপিন্ড ফেটে শোণিত ঝরবে মৃত্তিকায়
মার্চের আনন্দধারাপাতনামায়

BANGLADARSHAN.COM

দশকের পর দশক শুকিয়ে গ্যাছে প্রেম
এক লহমায় প্রত্যন্ত গ্রাম্যতায়
কাউকে দ্যাখাতে পারিনি বোঝাতে পারিনি
পেটভরা যন্ত্রণা তাহার!

যার দরজাই নেই তার আবার দরজা খুলে রাখা
বোঝাতে আসছে না শাসাতে আসছে কারা!

ধন্বন্তরি বিশ্ববিদ্যালয়

নাগের ফণা ভেঙে বেরিয়েছে রূপগন্ধা
চরিত্রে সুচালনা সন্ধ্যারতি বিন্যস্ত
দাঁতের কোটরে আমুক্ত গরল
পদ্মপিন্ডে বন্য অনলিকা
চলনেবলনে সেঁকোপ্রেমে জর্জরিত!

একখন্ড মুক্তাঞ্চল জন্মধাত্রির
আহ্লাদে লালনপালনে পারমাদন গৃহবাস
নিজের আদরে রাখবে রূপগন্ধা
ধীরমন্ত্রে সরু পুরু দাগের শাসন ছারখার
কুড়িয়ে রাখে গুহ্য কুলুঙিতে নাগকেশরের মঞ্জরী
নিমেষে মঞ্জরী হল শত নাগ
কুলঙির পাশে পড়ে থাকা
যদি সেঁকোপ্রেম পাই বশীভূত হই শঙ্কফণায়!

BANGLADARSHAN.COM

চড়ায় আমুক্ত শঙ্কবিষ বন্য অনলিকায়
সহ্য ক'রে সেঁকোপ্রেম; ওগরাতে থাকে; সহ্য করি
সহ্য ক'রে ক'রে ঠোসা পড়ে গেলে পর–
ঠোসা ফেটে জল গলে বিগলিত ধারায়
শুকিয়ে কড়া পড়ে গেলে আসে মন্ত্র
পরীক্ষা নিপাত যায়–
আর কোনো ত্রুটি নেই এবার
মন্ত্রধ্বনি উচ্চারিত হয় ধন্বন্তরি বিশ্ববিদ্যালয়

স্রাব মাটিনী

এই জন্ম যখন দিলেই মৃত্তিকা
কেন আরো আগে প্রসব করলে না
যখন শুধুই মানুষ মানুষকেই জানতো
এখন শুধু বেড়া ডিঙিয়ে যাবার পালা
বেড়া ডিঙিয়েই জন্ম হয় মৃত্যু হয় প্রত্যহ আমার!

এই ডিঙিয়ে যাবার পালায় আমাকে চন্ডাল বানায় বানায় দ্বীজ
ওই বেড়ার ধারেই বসে আমি মায়ের কাছেই গল্প শুনি
মানুষ এখন মানুষের মুখ ঢেকে দ্যায় ভাড়ের ছায়ায়
ধারাবাহিক ছায়ার বিষণ্ণ গল্প বলে মা–!

একটা অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হলেই বাকলে তার দেগে দেওয়া
আবাসন থেকে চিতার সমস্ত পরিকল্পনা
তবুও বৃক্ষ বাড়ে আজন্মের সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে, এই প্রত্যয়–
একটা শিশুর জন্ম থেকে তার কপালেই লিখে দেওয়া
আবাসন থেকে শ্মশানের দীর্ঘ পথরেখা!

BANGLADARSHAN.COM

তবুও এই জন্ম যখন দিলেই মাটিনী
কেন আরো আগে প্রসব করলে না
যখন শুধুই মানুষ মানুষকেই চিন্‌তো
তবে এই স্রাব নদীনীতে নাও বাইতে হতো না (আমাদের)!

কুরুচুক্তি

ধম্মপ্রথা অনুসারে বুঝে নেয় পরচাহীন
নিজের হিসেব সব; এইরকমই কুরুচুক্তি ছিল
যা কিছু ছিল কুক্ষিগত মানদ ক'রেই ছেড়ে দেয়
মাটি কুড়িয়ে আনার তাড়না; বরাতজোরে ছাড়া পেল
তবু জায়গা পেলনা পঞ্চভূতের কোথাও–
ছাড়ায় না সীমানা যেমন খুশি চড়ে দিনরাত্রি জল ও ডাঙায়

এটাকেই বল, গান্ধর্ব আদর্শ জনপ্রস্তের মহাবলির
নিয়ম ন্যায়নীতি অর্থকড়ি নামপত্তন ও জুয়াচুরি আর
ভবিষ্যৎ বৈদিক মুখোশ জনে জনে শিরস্ত্রাণ ছুটে যায়
বর্ম ছিল কান্নাগ্রামের গোপন উন্নয়ন; তুমি কি বুঝেছ ভাই?

কলিকাতা গলি-ঘুজি-গঞ্জপথ প্রতিদিন ময়ূরপুচ্ছ কল্পনা
টানা মাল গিলে হেলেদুলে যায়; চারদিকে চোখ খাড়া
সাধু আর রক্ষী; ঠিক তখনই চড়া মস্তিতে ভাগলপুরী গাভী
তার দুগ্ধবতী গা;–চড়িয়ে বেড়ায় ঘ্রাণের পাশাপাশি
জোছনার মত রঙ বিষ্ণুসভা ময়দান ভাসায় মেদশ্রী কলেবর
রোখা ধম্মষাঁড় খাড়া দু'টো শিং সুশাঠে সবজির বাজরায় মারে টান
ভুবনজোড়া কুরুক্ষেত্র ময়দান ঘাস খায় কুশপুত্তলিকার বাছুর

(তথাপি) জাবর কাটে না, অবলা সে জানে না, কোথায় প্রাণবাধিকার সমিতি?

BANGLADARSHAN.COM

অবাধ্য বাউল

বৃষ্টিতে জন্মেছে কি ভীষণ পাগল ছেলেটি
শালিখ ভেজা পাক খায় জলে জলে আহঃ
ঘূর্ণিবাতাসে একলা মনে সারাদিন!

প্যাস্টেল আঁকা পথ ছিল দেওয়াল
উঠন ভরা সুন্দরার সবুজ বাগান
এই ছিল কাঁচা পল, হাঁটি হাঁটি পা পা আওয়াজ!
এইসব ভেসে গ্যাছে, চারাদিনগুলি দুধঝুরি নিশি
খরায় ধুলোবালি মাখামাখি সব ভেসে যায়
টান টান ঝা ঝা মাঝদুপুর থমকে দাঁড়ায়;
একরোখা ভয়াল পাগল ছেলেটি
রোদ থেকে ওকে টেনে তোল–
প্রেমিকার বিভাজিকার খাঁচায়–!

BANGLADARSHAN.COM

মেঘে মেঘে হ'ল অবাধ্য বাউল
কুঞ্জ গায়েনের আখড়ায়–!
বেয়াড়া খোমক নিঃশুপ এখন
এলোমেলো পাঠে বেলা যায়–!
বেয়ারিং চিঠির পেছন পেছন ছুটে যায় ঢুলি বায়েন
কোনো বায়না আসে কি না–কোনো প্রান্ত থেকে আজ
তথাপি, পিংক্ রঙের মাকান সরল গাছের ছায়া
নীল নদীনীর ঘোরে চলে যায় অনিমা স্বপ্নের ভূমিতল।

বিষদ্রত

নীলবর্ণী চোখে গৌড়বর্ণী মেয়ে মেরেছে ছোঁবল
ছোঁবল খেয়েই সে; উঃ হয়েছে নীল নীলকণ্ঠে গাঢ়
নীলকণ্ঠ নয় কণ্ঠনীল হয়ে নীলাচরী খেলা
কণ্ঠনীল নয় বিষকণ্ঠ বিশে বিষদ্রত হয়
খেলাতে খেলাতে লেজে লেজে কষে মেরেছে ছোঁবল
বিষদ্রত পরে ধরাশনে ঘোরে স্বকাতরে মোহ
নীলাচরী খেলে পরে নীলপাত্রে জলে সে মদন
নীলপাত্র নয় বিষপাত্র, পাত্র মহাপাত্র সব
গাঢ় বিষ গাঢ় নীল ছোঁবলের মহাঘোরে গাঢ়

ভেসে ভেসে ওড়ে মহাবিষে বিষকণ্ঠ মহাঘোরে বিষদ্রত
শূন্যে শূন্যে চরে লীনশিরা উপশিরা হাড়মাস সব ক্ষত!

তৎপর যাচ্ছে তলিয়েই সে
যাচ্ছি ডুবে আমি তৎপর!
তৎপর ভেসে যায় ভেসে ওঠে ডুবে যায়
ওঠেনামে শিরেশিরা সিমা ছাড়া তৎপর!
তৎপর আবির্ভূত হয়, হয় উধাও ভূতল
উধাও হয় মহীতল খায় চরকি তৎপর!
দ্যাখে চরকিফুল চরকিফল দ্যাখে আর
হয় নীলফুল হয় হলদে সে মিলিয়ে যায়
বিষফুল হয়ে আগফুল ছোটে ভূতল জড়িয়ে মহীতল।

তৎপর আপাদমস্তক হয় আবির্ভূত হয় উধাও
গৌড়বর্ণী মেয়ে নীলবর্ণী চোখে বিষ তুলে নাও এবার!

BANGLADARSHAN.COM

হাড়িয়ার বৃক্ষ বৃক্ষিনী

বৃক্ষপল্লী থেকে তুলে নিয়ে গ্যাছে
কালরাতে এক জন শালবল্লীকে–
কয়েকজন হারিয়েছে প্রাণ
ধর্ষিতও বেশ কিছু বৃক্ষিণী
পায়ের চাপে পিষ্ট হয়েছে অসংখ্য চারা
ঘোররাতে বর্ষা ঝরার সঙ্গীতে চক্রাকারে ছক-নাচ
হাড়িয়ার তরঙ্গমালায় ধামসা মাদল ধাম বুঁদ
কুঠার ও করাতের হাতে গ্যাছে প্রাণ যাদের
ওদের লাসগুলি টেনে নিয়ে গ্যাছে আগুনের দিক লাল বাবুরা
ছাল বাকলের ছলে দুঃখ ছিল রেঞ্জারবাবুর ঘেরায়
তলে তলে রফা ছিল গুঁড়িবল্লীর আড়ালে খুব সরু
কুঠার ও করাতের মহল্লায় গেড়ে ছিল খুনগন্ধ
দু'হাতে করাত ও কড়ির শরীর
গুহ্য অন্ধকারে আমরা সবাই জঙলের পথে ঘরের দরজা খুঁজি
পরন্ত বিকেলের বৃক্ষপল্লী ওত্ পেতে ছিল
একটা ঝড়ের শরীর দিনরাত রাতদিন
ঝড় আসা মাত্রই গুঁড়ির অতলে জঙলবাবু
টানটান হয়ে শুয়ে তার দু'হাতেই ধরা
কুঠার ও করাত আর তার নিজস্ব কড়ির শরীর

সব সাঁওতাল বৃক্ষ-বৃক্ষীগুলি জঙলে আগুন জ্বালায়
আবার চক্রাকারে শুধু নাচ আর হাড়িয়ার তরঙ্গমালায় বুঁদ

BANGLADARSHAN.COM

ঘুনি

তুইও ধরা পড়ে গ্যাছো ওরা আর আমরার মাঝখনটায়–
বুঝিস্‌নি ফাঁদপাতা মনকথা! শুধুই শিক্ষামূলক ব্যর্থতা
ব্যক্তিগত আক্রোশের বিষয় সশস্ত্র বিপ্লব এখন আমাদের
ক্রমাগত পাঠ হচ্ছে মহাগড়ে কেল্লায় কেল্লায় নিজ নিজ হৃদিপাঠ্য
কৌরব থেকে কুরুকূল পর্যন্ত–সামনে নদীনীর চোখ বাঁধা!
পেছনে খর বনছায়! আর আমানির ঝোল কাঁচালঙ্কা পোড়া সবজি
তখন জঙলে আগুন! ডানদিকে গিরিপথ! বামদিকে গিরিখাত!
তীক্ষ্ণ খাদান! নজর রেখে চল ভাই–যে পড়েছে সে মরেছে দিগন্ত চড়ায়
আর তুই নেমে গ্যাছো নিজেই বন্ধনমুক্ত ক'রে ধনরত্ন জঞ্জালনালায়

খাদে ফাঁদ পাতা! কুরুফাঁদ! কি ফেসাদ! কোথায় কৌরবগণ; এসো–
আয় মুক্ত ক'র মায়–জনমানসকুল! ভেসেই যায় তোর লুঙ্গি রুটি ঘর!
আমি তোর আদরের একমাত্র বোন বাঁচা আমাকে; কি করেছে আমাকে দ্যাখ্–
এখন পালন করি অনাহার; ভরাট করার জন্যই লোলচামড়া মাংসের খাদ!
অন্ধআদালতের নিকট তুলে ধরি সব অভিযোগ; বিচারক কানে কাঠি দিয়ে সুড়সুড়ি নেয়
নিজের পরে রাগ ক'রে বন্ধ করি ঘরের দরজা জানলা সব-বৈদিকনগর এখন–
এসব কি ক'রে হয় কুরুপতি? বল; রক্তচক্ষু তুই তো ভরসা আমাদের
খাদের সব ফাঁদ ঘাঁতঘোঁত জানা তোর–এ বিষয় আমার জানা নেই কুছি–!

এটা হ'ল ফেসা আর চেলা দুই মাছের রাজনৈতিক বিষয়; সমুদ্দুর যতদূর–
কে কতদূর নেতা! দু'জনেই ফাঁদ আর ফেসাদের অভিনেতা জলমঞ্চ শূন্য ছায়া!
দু'জনেই ঘুনির ভেতর; এ ওকে করে জিজ্ঞেস; এটাও কি গরাদবাড়ি?
ও একে বলে তুই ফেঁসে গ্যালি ভাই–বুঝলি না! হেসে দিয়ে ফেঁসে গ্যাছি লজ্জায়!
প্রতি গুরুবারে দ্যাখা করে যায় ঘুনিজেলে নিধিরাম বীর সুকুমারী সর্দার, আর–
চেলা আর ফেসা বলে সাবধান–তুইও ঘুনির মুখের কাছে আছো অপেক্ষায়–!

BANGLADARSHAN.COM

পতন সঙ্গীত

উনিশ'শ শতকে যখন উন্মুক্ত আকাশ উতরোল–!
তখন জারতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে আরেক জার সাম্রাজ্যের উত্থান–
কমরেড লেনিন বুঝেছিলেন যত তাড়াতাড়ি সমাজদারিতন্ত্র–
তার চেয়েও তাড়াতাড়ি-ই বুঝেছিলেন কমরেড স্টেলেনি–!
গোর্কির মা তুমি কেন আজও গোপনে গোপনে কাঁদ...?

জীবন খেপলে কি হয় জানো কমরেড? জানো দলদাসী? অথবা মহাবান্ধব বান্ধবী?
তবে শোনো অনন্ত উন্মুক্ত আকাশে খেপার আগে বুনো কালো পায়রা ওড়ায় সকল জানেরা–
তারপর জমানো পাপের ফসল গুণে গুণে ভাঙা হয় সকল উন্নতি জারের
সকল দাবিদাওয়ার চাওয়া পাওয়ার জন্য–এগুলি থাকবে পৃথিবীতে আছে চিরকাল
ভেঙেছে সমস্ত জমানো কায়েম আর অস্ত্র সশস্ত্রভান্ডার সকল পৃথিবীর–!

তোমার মনে আছে বুনো মুর্মু-গুল্ম মান্ডি-জঙ্গল মাহাত এই সব দিনগুলি?
খোঁয়াড়ের কথামালা ও অত্যাচারের চলচিত্রই সর্বজনবিদিত বক্র ঋজু ভূমি সকল?
গরিবগুর্বোরা চলেছে গাইতি শাবল হাতুড়ি কোদাল নিয়ে আর গুচ্ছ গুচ্ছ জলবল ধ্বজাধরা
ধরমপুরের ধর্মরক্ষায়–পেটের জ্বালা মনে পড়ে? বুনো কচু কালো শাকপাতা গেঢ়মূল আর
জাগিয়ে তোলে উদরের সমগান জাগরণ চিৎকার আজন্ম লালকাপড়ের ফাঁদে বাঁধা!
দ্যাখো দলবন্ধু! ঝন্ ঝন্ ক'রে ভেঙে পড়ে প্রাসাদপোম সকল কুরুস্বর্গ
আজ সেই পতনের দিনে হাড়গিলে সব লোধা রমণীরা তোলে জয়ধ্বনি ধ্বজা
সকল নারী আর মেয়ে উলুধ্বনি দেয় শঙ্খধ্বনি দেয় সকল শবর কামিনী কাজল!

জঙলে জঙলে মৃত্তিকাপল্লীতে কোরাসে গেয়ে ওঠে পতনসঙ্গীত সবাই
তার কোলের শিশুকে দেখায় না যে আর চাঁদ মা–পতন দ্যাখায়–
অই দ্যাখ্ বাছা আমাদের রক্তচোষা যায় নিপাত, কাঁদিস না আর–
নতুন আগুন আসছে আমাদের ঘরে ঘরে মোড়ামে মোড়ামে ওঠে জয়ধ্বনি গান!

BANGLADARSHAN.COM

উদাস উলঙ্গ উর্বশী

দেশলাই খোলেরই মতো দূরভাষ বাক্স
কানে ধরা; একা একা কথা বলা; ধারেকাছে কেউ নেই
একাকী গোপন এক গুহ্যকথা জনশূন্য পথচলতি গন্তব্য

হ্যালো হ্যালো! কে ক্ষ্যাপী! কেমন...কাট্
হ্যালো! তুমি কে, ক্ষ্যাপা! কেমন আছো...কাট্
ভালো অথবা না! অথবা হ্যাঁ! আবার লাইন কাট্–
আর কি হ'ল! কি হ'ল না! মনে হ'ল! মনে হয় এই কাটাকুটি

এবার একা একা কথা বলে যায়; এবার আসল ক্ষ্যাপী যান প্রবাহমানতায়
অগন্তব্য পথ চরাচর মধ্য হা হা–হো হো এই দৃশ্য মন্দ নয় গন্ধ নেই ছন্দ আছে–
এরকম একজন ক্ষ্যাপীকে রোজ দেখি বিমানবন্দর যেখানে বিমান নাবে
দুর্গানগর এয়ারপোর্ট অটোলাইন যেখানে অটো থামে
অথবা কালিমন্দিরের কোল ঘেঁষে এক নম্বর যশোর রোড
এখানে উদ্‌গার দিয়ে ওঠে ক্ষ্যাপী ওর নাম জানা নেই তথাপি–
নাচতে থাকে, একা একা ক্ষ্যাপী গাইতে হাসতে থাকে একা একা
উদমপথের মধ্যখানে নিজের কাছেই নিজের মনোরঞ্জন ওঠে তিন তালি
হে নৃত্যশৈলী; কথাশৈলী হে; হে হাসিশৈলী; ধাই ধাই তিন ধাই রে–
যার তুমি কোনো অর্থ খুঁজে পাবে না রাত্রিদিনদুপুরে; উচ্চাঙ্গ হ'ল সাঙ্গ

তথাপি ক্ষ্যাপীর কোনো দূরভাষ বাক্স নেই
শুধু ক্ষ্যাপা আর ক্ষ্যাপী মধ্যে তফাত
ও উদাস হতে হতে উর্বশী
এ উদাস হতে হতে উলঙ্গ
ও আমার উর্বশী ও আমার উলঙ্গ তোমার বুকে বেদনার দূরভাষ যন্ত্র
কোনো কথা আসে না বা, কোনো কথা যায় না কারও কাছে কখনও!

BANGLADARSHAN.COM

শীলমাছ

পৃথিবীর অঙ্গভঙ্গি চারুকলা দেখতে দেখতে দৃশ্যত
এই মেদমাংস এই চোখ বদ হয়ে যায়
মন গলে গিয়ে জেগে থাকে মনমরা এক
স্মৃতি বিস্মৃতির নিচে আঁশ খসে যাওয়া একটি মাছ
এই মহাচরাচর জলরিক রুগী, যতদূর দ্যাখা যায় খালি বৃষ্টিজল নেত্রজল!
শেষে যে এমন পাগল হয়ে যাব বুঝিনি
ও-পেড়াকাঠ তুমিও কী বুঝেছিলে এই ভালবাসা এই রচনা
তোকে ডাকি জ্বালাপোড়া-ও, আরেকবার কাঁদ নয় হাস
এই বদ হয়ে যাবার আগেই একটুখানি একদিন
তুইও আমার সঙ্গে বদ হয়ে যা–
জলের গভীরে এমনই লেখা আছে অনেক
মরতে মরতেই বেঁচে গেলেও আবার বাঁচতে বাঁচতে মরেই যাওয়া
এও কী সম্ভব–? সম্ভব কী এও–?

BANGLADARSHAN.COM

সবুজ সংকেত কুয়াশাঢাকা জ্বেলে বসে থাকা
বুঝতে পারিনি এই শারীরিক কলকব্জা নষ্ট হয়ে যাওয়া
শরীর ও সময় দাঁড়িয়ে নেই এক জায়গায়
আর আশা নেই তীরে ফেরার এবার ডুববে দেহডিঙি
বিধ্বস্ত এই প্রেমবাজ, তবু ভীত নয় ডুবে যাওয়ায়
পিঠ পেতে ভেসে থাকা এক সামুদ্রিক শীলমাছ!

গাড়োয়াল

এ-কী সেই নলবন যেখানে ছিলাম
এ-কী সেই কচাকলমির জলাশয় যেখানে ফিরছি
যার পলিপার ভেঙে চলে গ্যাছে কাঁচাপথ
ধাঙড়পল্লীর পাশ ঘেঁষে আলপথ ধরে কৃষিগাঁয়

ছিন্নভিন্ন গাঙের দু'পার সবুজঘাসের চাতাল
শাদাবক নাবে আকাশের দিকে চেয়ে; কাদামাখা কালমোষ
নীলস্বপ্ন দ্যাখে; রাত্রিনগরীর টিমটিম বাতি
চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দের তালে তালে জন্ম ভাঙে গাড়োয়াল
সে-এক অজগরী অন্ধকার ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলেছি
বাঁশ আর খড়কুট নিয়ে প্রহর-বিশ্রাম বৈঠকখানার বটতলায়

আজ বট নেই অখন্ডিত বেদিমূল নেই নেই ঈশ্বরও
আছে অসংখ্য পাথর ও এ্যাসফল্ড আর ভুবনভাঙার বাজনা
এইমাত্র ভেসে এল ঘোষণা–কোমরে দোয়াইল বেঁধে নিন
নিচে নাবছি আমরা আমরা নাবছি পাথরে এ্যাসফল্ডের ওপর এখন

BANGLADARSHAN.COM

যুধিষ্ঠির

এইতো কিছুক্ষণ আগে স্বর্গে গ্যাছে যুধিষ্ঠির
যায়নি সঙ্গে সেই ভক্তভুলো তবে একপাল ডালকুত্তা
তাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে স্বর্গের দিকে নিয়ে গিয়েছিল
সবাই আড়ালে আবডালে চুপিচুপি দেখেছিল
সব লাল লাল ডালকুত্তা রক্তমাখা দাঁত
যেরকম হয় আর কি! ব্যাস্–! তার বোন সত্যবতীকে
কী এক রোষে একদল লেড়িকুত্তা কামড়িয়ে ফালা ফালা ক'রে যায়
এক আঁধারতন্ত্র মহাভুবনে বিষণ্ণ জাহ্নবীজায়া আমাদের

বড় গোপাল গোপাল মেজ ছোট গোপাল গোপাল ছানা
সব খাকি ফুকতে ফুকতে উর্দি খুলে গঙ্গাঘাটে তেল রগড়ায়
ঢেউ দ্যাখে কোন ঢেউ খুন হয় কোন ঢেউ খুন ক'রে কাকে আর–
লুঠ হয়ে যায় সরকারি পয়সায় শাসনতন্ত্র
তোমায় কি দিয়ে পুজো দিই বল, গোপাল আমার লাড়ু খাবে লাড়ু,
আমার পয়দা দেওয়ার নেই ক্ষমতা থানার ডাক আসে ঘন ঘন

এ আমার নয়গো তোমার অশৌচ বাংলা মাতা। আমার তোমার সবার
বাংলা জল তুমি কাঁদতে বয়ে যাও মোহনার দিকে; আর–
মাথা মুড়িয়ে তোমার বগলের পাশে বসে পড়ি সন্তানেরা
নূতন কাপড় পরে সেরে নিই বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া!

BANGLADARSHAN.COM

নয়াদশা

অষ্টাঙ্গ উঁকি দেয় জ্বালা তোকে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম
চোখে জল চিক্‌চিক্ মুখে হাসি ফিক্‌ফিক্
শুরু হ'ল খেলা; জল মোছ হেসে ওঠ্ শান্তবেলা
যে আছে ঘরকোণে মনকোণে একা ও অত্রকা
তাকে দ্যাখ্; দ্যাখ তাকে;—যদি না দেখিস তবে ভাই
এই ভাঙ্গাগড়া গড়ানডাঙ্গায় উঠবে জান—ফকিরওয়ালা জবাব!

এ কোন্ উৎসব তবে; হবে না কি শেষ সব হবে না কি সারা
আমাদের উল্লাসনগরে আসবে না কোনদিন জানধারাপাত
শুধুই ধামসা মাদল ধাম অকারণ আত্মহারা বাদল; সং ঢং—রং চং—
বাজনা বাজং—ধাদিনা ধিদাং—ধাদিনা ধিদাং—ধাদিনা ধিদাং—ধা সব!

এ কোন উৎসব এল আমাদের ভুবনপল্লীতে এ কোন কণ্ঠহারা
এ কোন অনুষ্ঠান আমাদের অন্ধগলির ভেতর একটানা বাদ্যি বাজানা!

BANGLADARSHAN.COM

এবার ভাসানের পালা ঘাটে চল—জলে চল—চল সব—চলে শব যেন
বাজনা বাজি নিয়ে চল; ডুব দিই—ডুবে যাই—তার আগে ভাই—
দেবী ফ্যাল্—জলে ফ্যাল্—ছুঁড়ে ফ্যাল্—সাতপাক ঘুরে ফ্যাল্ মদ্যমাতাল
ডোবানর পরে হবে সব অঙ্ক কষা; কত আছে কত গ্যাছে কত আছে তোলা

এবার ধূনচি নাচা সাতবার তারপর আহঃ—সব হারাবি নয়াদশায়
গলা অবধি মহুয়া হাড়িয়া চাগাবি নাচবি—ত্রিং-ত্রিং-ত্রিং-ধাধিং
আর গলা ফাটাবি ফিরতি বছর আবার হবে—বল দুগ্গে মায়ই কি জয়

মাঘপদাবলী

এই শীত সংকলন আমাকে জাগিয়ে দেয়
সূর্য ওঠার অনেক আগে নয়া সূচিপত্রে রোদনগরীর
মিহি আলোমাখা ভোর গড়িয়ে গড়িয়ে যায়
দিগন্তরেখায় মায়ালু ঘাসের ডগায় ফুটে থাকা
নাকের নথের মতন বিন্দু বিন্দু ঋতু জলধারা!

ভোরের পুনরাবৃত্তি বিকেলের চরাচর খেলায়
সূর্য ডুবে যাওয়ার পরেও উজ্জ্বল বিকেল এক
আঁকা থাকে ধনুকের মতন বাঁকানো কুয়াশার বলিছায়া
আর একটানা শীতলতা চারদিক শীত কালশীত ঘুমশীত
শীত সম্পাদিত শীতঘর আর কাবু হয়ে ওঠা নিতান্ত বেলায়
এইসব বিষয় সবার আগে সব থেকে বেশি জানে বেশি বোঝে; সে মা–
হবে কেমন শীতদিনের পাতায় পাতায় হাতেখড়ির; খড়ির লেখনি রচনাটি
গুছিয়ে নিতে হবে তার জন্যে সবটুকু খাগের জীবনী মাঘপদাবলীর!

BANGLADARSHAN.COM

এইসব সংখ্যার সম্পাদনার দায়িত্ব মায়ের কাছে আজ
না যায় খুনঠান্ডা হয়ে; মন বুঝে নেয় তার; বুঝে নেয় তার নজর
সম্পাদনার সবটুকু ঘাতঘোত সাধ এইহেতু তাকে বুঝে নিতে হয়
বুকের চাঁদ কষ্ট পাবে বলে ভরা শীতের শীতলমাঠ ডিঙিয়ে দাঁড়ায়
কীটপতঙ্গের গতিবিধি দেখে তাকে ধরে নিতে হয় রোদ ছেঁকা
কালদিনের প্রস্তুতি আর মনেতটে তাপ ওঠা পোষাক ও গরম বিছানা
এভাবে আর বোঝে কে; সবার জন্যে; তুমি বোঝ? তুমি জান? সর্বজায়া
মা ছাড়া বল; আর জানে কে?–
বড় দীঘল উপন্যাসের চেয়েও বিধস গবেষণার সূত্রসূচি
কোথায় গেলে পাবো বল ওম দিয়ে ঢাকা এমনই উষ্ণতার মায়াবন্দর!

দুর্যোধন

এই জনাভূমি জনম যখন পেলাম মাগো
কেন আরো আগে যে প্রসব হ'ল না...!
গুহ্য ছলনায় জনাকীর্ণ অজস্র সঙ্গীত এখন
কুরাগ ভরা ভালবাসা চারপাশ এই জনাভূমি!

দিব্যি ঠাটবাট প্রবাহিত জলের যৌবনা শরীরী
মৃত অন্ধকারে অসুখ জড়িয়ে সাগর শিকাড়ে যায়
এক সাগরেই তুষ্ট নয় যৌবনা জলের শরীরী
সাগরের নুন গিলে গিলে ঘর বেঁধেছে নিমকহারাম শরীর!

বিষাক্ত অম্বর গুপ্তহত্যা খুন পচা সৌরভ বাতাস
খসিয়েই দিলো অজুত নিযুত কোটি কুড়ি
দুর্যোধন সভ্যতায় জানুতলে এই জনাভূমি;–
তুমিতো জানো জনাভূমি সময়ের সঙ্গীত কেমন
তোমাকেই বলি, হৃদপিন্ডের সকল রচনাগুলো
নির্মল মৃত্যুও নেই অনির্মাল্য সমস্ত সকাল এখন
চিতার কোল ঘেঁষে নেমে আসে প্রতিদিন
শ্মশানের পাদদেশে সূর্য শব, বেঁচে থাকা সে তো সুসুন্দর নয়
অসুন্দর দীর্ঘ পথরেখা তার ঘর পারে পড়ে থাকে যক্ষ কবলিত চাঁদ!

কুড়িগুলো নড়ে ওঠে পরাকৃত আদরে মরুক রক্ষের ছায়ায় ঢাকা
তবুও উঠোন বাড়ি সাজাবার এতো তোড়জোর দ্যাখো জনাভূমি
করোটি ভরা মরা দুব্বো উঠনে কুড়ির শরীর আলপনা আঁকা
সুগন্ধী ঘিলু মাখা জীবনলেখ্য আরও বাঁকানো ভবিষ্যতের ভাস্কর্য
চিত্রকর কাঁটাতারের দীঘল বেড়ার ধারে উলটিয়ে পড়ে থাকে ক্যানভাস
স্রাব ঝরে তার দু'দিকে দু'ধারে পুবের ও পশ্চিমে বুক চিঁরে কাঁটাতার
মাঝখানে কবন্ধ সমাজ কুরুক্ষেত্র ময়দানে হাইজাম্পের প্রতিযোগিতায়!

BANGLADARSHAN.COM

নারীফুল ছেঁড়া যন্ত্রণা মায়ের

আগে মানুষ মানুষ আগেই আগেই মানুষ
মানুষ হওয়ার পর এতোকিছু হও তুমি–আগেই মানুষ
তারপর তুমি অক্ষর অথবা নিরক্ষর
তারপর তুমি বিদ্যান অথবা অজ্ঞান
তারপর তুমি কবি অথবা অকবি
তারপর তুমি বিধায়ক অথবা সাংসদ সবার আগেই মানুষ
তারপর তুমি ডাক্তার অথবা কম্পাউন্ডার
তারপর তুমি সোলজার অথবা পাহারাদার
তারপর তুমি পকেটমার অথবা সিঁদেলচোর
তারপর তুমি রক্ষক অথবা ভক্ষক সবার আগেই মানুষ
তারপর তুমি ফকির অথবা উজির
তারপর তুমি গায়ক অথবা নায়ক
তারপর তুমি পরিচালক অথবা লেখক
BANGLADARSHAN.COM
তারপর তুমি সাধুসন্ত অথবা কুশমান্ড সবার আগেই মানুষ
তারপর তুমি খিলাড়ি অথবা জুয়াড়ি
তারপর তুমি বাহাদুর অথবা কাফের
তারপর তুমি গুণিন অথবা গুরু-শিষ্য
তারপর তুমি উমরাহ নয় শবদাহ সবার আগেই মানুষ
তারপর তুমি বিচারক অথবা কৃষক
তারপর তুমি কূলবধূ অথবা বারবধূ
তারপর তুমি সেবিকা অথবা সাধিকা
তারপর তুমি কত কী অথবা কিছুই না সবার আগেই মানুষ
তারপর তুমি কৃষিনী অথবা মোহিনী
তারপর তুমি ধরণী অথবা ঘরনী
মানুষ হওয়ার পর এতোকিছু হও তুমি–তারপর
কীভাবে হও তুমি তারপর–তারপর তুমি হও
ভ্রূণ! ভ্রূণ থেকে শিশু
শিশু! শিশু থেকে মানুষ

মানুষ! মানুষ জন্ম দেয় মা
যা হওয়ার হও তারপর তুমি নারীফুল ছিঁড়ে যন্ত্রণা মায়ের
আগেই মানুষ মানুষ আগেই আগেই মানুষ তারপর তুমি...

BANGLADARSHAN.COM

ইছামতী গ্যালপিন

শুধু এক মিনিট রুগ্‌ন সুতিক
তারবেশি কোন কথা বলেনি ভাঙার
জ্বরে ভুগেছে কয়েকদিন তবু বাদ সাধেনি
কী অগাধ টান তার হেসেছে খেলেছে নিবিড়
টুপন্যাস নির্মাণে যা যা দ্যাখা তাই লিখে রাখা
উপোসি পেট ডোপ পড়া চোয়াল
করা যায় কত আর আদর...ভূমিকাতেই লিখে রাখা

এই বগিতেই উঠে এল কত প্রভু কত ভক্ত আর কত বন্ধুরা
আবার কেউ কেউ নেমে যায় বলতে বলতে প্রেমকথা
অথবা বিতন্ডা বিতর্ক খেউর লক্ষ্য রেখে গতি গন্তব্য
আমার দেশের বাড়ির গ্রাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
অতীতের গোয়ালন্দ মেলের আদলে ইছামতী গ্যালপিন
শুধু চাকার শব্দে আওয়াজ এ্যাকি রকন আজও

BANGLADARSHAN.COM

ওপারে কপোতাক্ষ আর কথাকার
ভূমি জ্বরে ডোবে এপারে জনম গান্ধার
মাঝখানে কাশগ্রাম কাঁটালতা অনিচ্ছার জলাধার
অপেক্ষায় থাকে উপোস ভাঙার

এইভাবে শেষরাতে আসে রোজ রোজ আমাদের গড়ানডাঙায়
এইভাবে শেষরাতে চলে যায় রোজ রোজ ইছামতী গ্যালপিন

বাগানিয়া

ওম ঋতুর চিঠিটা দিয়েছে যতবার বাগানিয়া
সবার আড়ালে ডালিয়া মেয়েটিকে,–ততবার
ধরা পড়ে গ্যাছে দৃশ্যত চোখের খোঁয়াড়ে, সেই থেকে–
সার্কাসের খেলা শুরু কী মজাই না হচ্ছেই ঠাট্টার গ্যালারিতে
বাড়ি নামক তাঁবুর ভেতরে ঝরছে হাসির জোছনা
ক্লাউন চোখেদের কাছে প্রেম নাম গানে বাগানিয়া
ডালিয়া মেয়ে নাচে রিংয়ের খেলায়

এখন আমাদের খেলাগুলি ভীষণ রোমাঞ্চকর
তাই দৃশ্যতই চোখেদের তুড়ি মেরে চলে যাই শরৎভ্রমণে
সমস্ত কষ্ট জমা রেখে আসি কোন এক বাগান বাংলোর ভেতর

ভীষণ আনন্দ হচ্ছে এই জেনে আমাদের প্রেমিক প্রেমিকা নাম
সুগন্ধ ছড়াবে পদ্মঝারবনের গ্রামের প্রান্তরে সার্কাসের খেলা ছেড়ে বহুদূর
প্রেম জমাবে বলেই ধরা পড়ে গ্যাছে আমাদের এই চিঠি অপ্রেমতার ভিড়েই আজ–!

BANGLADARSHAN.COM

দশহরা বেলা

হলুদ রাঙার খেলা দশহরা বেলায়
গোসল ক'রে ফিরে যা-রে প্রজাপতির ভেলায়
বাপেরবাড়ি ছিলিই ক'দিন কি দেখেছিস তুই
আনন্দহাটের বেচাকেনা মনকুড়ানির সই
যাওয়ার সময় কাঁদিস কেন, যেতে তোকে হবেই!
বাপেরবাড়ি ছিলিই ক'দিন, কি দেখেছিস তুই
শোক দেখেছিস কতখানি মন বুঝেছিস কি
দুঃখকথা তোকে বলি দুঃখকথা শোন
একটি মেয়েকে মারছে সবাই তুই দেখেছিস কি
একটি মেয়েই মরছে সভায় তুই বুঝেছিস কি
ভাসান দেখলি ভাঙন দেখলি আসান দেখলি কি!

এবার চল মেতে উঠি জনে জনে কোলাকুলি বেলায়
এবার চল কুঁদে উঠি মনে মনে মিষ্টিমুখ খেলায়!

BANGLADARSHAN.COM

জননী

ত্যাগ ক’র না জননী মরে যাবো
এক তৃতীয়াংশ তোমার পৃথিবী
আর একাংশ আমাদের সকলের
দ্যাখো একাংশ একক দখলে রাখার জন্য
কেমন রুখে দাঁড়িয়েছে তোমার প্রজন্ম!
তোমার অংশে রাখা আছে ঘড়িস্ফুরণ
প্রজন্মকে লক্ষ্য করে তোমার
ওপারের পোষা শকুন একটা এপারের সেজে আছে বাহন
উড়ে বেড়াচ্ছে কেমন চতুর্থাংশ জুড়ে আমাদের পাড়ায়!
কার পোষ তাকে এখনও করা যায়নি সনাক্ত
তবে জানা গ্যাছে এইটুকু–কানাঘুষো
শকুনের মালিকও জননীর বড় ভক্ত ছেলে আনন্দ কিশোর!
বিগত শতাব্দীতে ছির ওর যে বিবাদ আলাদিনের সঙ্গে মায়
পাড়ার ভায়েদের সঙ্গে এখনও আছে, এবার সবাই মিলে ওকে ধরো
এবার বাগানে নিয়ে চলো, ফুল ফোটা দেখাই
দেখাই ফুলের জন্ম, ধরো নিয়ে চলো–জঙ্গলের ভেতর
ফুলের কাছে বলি দিই ওকে–মাটিনী শুদ্ধির হবে উৎসবই আজ
সাজা দাও তবু করনা জননী ত্যাগ–! মরে যাবো?

BANGLADARSHAN.COM

গন্ধমাদন

আনন্দহাঁটের পথে ভাই কাংলা ছেলে গড়ায় ধুলোয়
আসছে দিদি বহুদিন পর খুশি ভরা মন হচ্ছে খুশি!

চারকোণে চার বাংলা মাঝখানে আমি এক হ্যাংলা
মা-গো তোর মেয়ে আসছে বাপের বাড়ি আজ–!

বাদ্যি বাজে চারদিকে হইহুল্লা বাজে বাদ্যি হল্লা ছেলে দল
ষষ্ঠদিনে বেলতলাতে দাঁড়িয়ে আছে অমা–
বোল তুলেছে ঢাকের কাঠি
ধিংনা ধিদাং, ধিংনা ধিদাং, ধিংনা ধিদাং, ধা–
শক্তিশেলে লক্ষ্য রাখা জীবনধারার গন্ধমাখা
গন্ধমাখায় বলছে ডেকে–
গন্ধমাদন-গন্ধমাদন-গন্ধমাদন আনন্দমাদন ধারা
দুঃখ জ্বালা আন্ধকারে উড়ছে ধুলোয় ঝিলিক নাচন
চলল সবাই আলোর মেলায় আঁধার খেলায় কারা!

BANGLADARSHAN.COM

মা-গো তোর মেয়ে আসছে বাপের বাড়ি আজ

ধ্যান মগ্ন চেগা

সারদী তোমার নরম হাতের ছোঁয়ায়
ভোরে ওঠে চালবাঁটা–কল্কারেখাচিত্র
আমাদের সব ঘরে সব দাওয়ায়
তীক্ষ্ণ জোছনায় কমলা চঞ্চলা একা একা–
ঘুরে ঘুরে মরে ধানগোলা গ্রামের ভেতর
উঠন সরান ছড়ান গোমাই গোলা
নিকান বাদল চাষির বাস্তুভিটেখানা
একপল ছিল দাঁড়িয়ে কুলঙ্গী মেয়ে বনময় জোছনায়
অবশেষে গোল দিঘির কিনারে তাকে ফেলে চলে যায় নিশিচাঁদ
যেতে যেতে টুনিফুল তুলে পুঁতে নেয় খোপায়
জলটুঙির ওপর বসে ছিল ধ্যানমগ্ন চেগা সব তার দ্যাখা
দুধে ভরা শিষ ধান দু'হাতে জড়িয়ে বুক ভরে নেয়

BANGLADARSHAN.COM

রূপমুখি চরাচর সোনামুখি ক্ষেত
আমাদের বাস্তুভিটে গ্রামগুলি সব আহঃ
সোনায় রূপোয় পাইন মারার মত মেরে গ্যাছে পাইন
মিনার কাজের মত কারা যেন–
আমাদের আজন্ম নিবিড় অভিমান
এই বনাঞ্চল এই কোজাগরী উজাগরী
হিমদল শরতমালায় সারারাত গেয়ে ছিল ত্রাণ পত্রিকার গান

তোপধ্বনি

এই কাশফুল এই নীল চাঁদয়া টাঙানো মাথর ওপর
কাশ আর চাঁদয়ার মাঝখানে ঝুলে থাকা মেঘ
মেঘ থেকে নেমে আসে বাংলা উঠোনে ভাদ্দরমালা আমাদের
গ্রামের কিনারে মজানদ; বড় জলাশয় বায়েসার বিল চব্বিশ পরগণার
শাপলা পাড়ার থেকেই শালুকপুরের হাট উড়ে যায় বায়স উত্তরমুখী
সরু কাঁচা পথ দৌড়ে পার হয়ে যাই আল ভেঙে সোজাসুজি
মতুয়াপাড়ার ভেতর দিয়ে ডাকঘরে ডাকবাবু এই কথা মনে করে ছুটি
ছুটে যাই রোজ খোঁজ নিতে যাই কোন চিঠি আছে কি না; আমাদের বাড়ির
অনন্তপুর ছাড়িয়ে যাই–ওই দিকে বোন আর আমি ছুটে গিয়ে দাঁড়াই
দিগন্তপুর স্টিশানে এসেছে কী দাদার ফৌজিক্যাম্প থেকে কোনো চিঠি
অথবা কোনো টেলিগ্রাফ! তারপর বৃষ্টি শুরু হ'ল কাঁপছে আশ্বিনা উৎসব
কাঁপছে জাতীয়কেতন আমাদের বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি আমাদের ঘর
দাদার চিঠি নয় টেলিগ্রাফ নয় কফিন এসেছে দাদার আমাদের বাড়ি
তারপর আরো কান্না কান্না কান্না শুরু হ'ল আমাদের বাড়ির উঠন এখন ফৌজিভূমি
চুপি চুপি মা বলল–চুপটি ক'রে শক্তবুকে বলল মা–দাদার কপালে হাত
তোকে সেলাম, সেলাম তোকে, তোকে সেলাম, সেলাম তোকে ফৌজি
উড়ক ঝাক ঝাক শাদাপাখি আর শান্তিডাঙার ময়দানে তোপধ্বনি!

BANGLADARSHAN.COM

মহাবিদ্যালয়

এখনও আপনাকে খুব মনে পড়ে স্যার
এখনও মনে পড়ে খুব মধ্য দুপুরের বিরাটনগর
এখনও মনে পড়ে খুব মৃণালিনী দেবীর বাড়ি
এখনও মনে পড়ে খুব মহাবিদ্যালয় শ্রেণিঘর
এখনও মনে পড়ে খুব শরীরবিদ্যার পড়াশোনা
এখনও মনে পড়ে খুব ছাত্রপ্রেম ছাত্রীপ্রেম
এখনও মনে পড়ে খুব মেলামেশা একতা বাহার
এখনও মনে পড়ে খুব এস আর সি-র ক্লাস, মানে
স্টুডেন্টস্ রিলেশনসিপস্ ক্রসপন্ডেন্টস্ প্রিয়োর্ড
খুব মনে পড়ে শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাঘর একাকার খুব
মনে পড়ে আমাদের চারপাশ ছিল সুগন্ধী হাওয়া খুব
মনে পড়ে আমাদের চারপাশ ছিল সুগন্ধী হাওয়া খুব

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে ভুল বুঝবেন না, না স্যার দিব্যি দিয়ে বলছিই স্যার
আপনার প্রিয় কথাগুলি মনে পড়ে খুব বড় বেশি আজকাল

মন্দ কথা মন্দ নয় গন্ধ ভরা হস্ত ছক ‘কি বাহার কি বাহার’
শব্দমাত্রা পংক্তিধারা বয়ে যায় বয়ে যায় গুহ্য গুপ্ত অববাহিকায়
আপনার ধারণা আমার ভেতরে কুঁড়ে কুঁড়ে খায় নিতান্ত নিবিড়
তোর কি হবেরে? কি হবে তোর? তুই কি জানিস্ এ বিশ্বজগৎ
তুই না জানিস লাইন; না জানিস সরু কিছু আমার মতন;

এই দ্যাখ গবেষণাপত্র আমার আমার লালচে ধমণী
এই দ্যাখ কবিতামালা আমার আমার বিরল রমণী
এই দ্যাখ বর্ণনাচ গোত্রকাঠি আমার আমার কেমন পাফানি
এই দ্যাখ না ক্যাঙারু লাফ জোড়া জোড়া ধ্বনি লাফ ক্যাঙারুর
এই দ্যাখ, শোন, তিন তিন ধা-না তিন তিন ধী-তিন তিন ছু-ছা ক্যাচ্
আপনার বাজনারা বেজে যায় তুমুল বিকেলে অবহেলায় স্যার

আপনার প্রিয় কথাগুলি সব মনে পড়ে খুব স্যার
আপনিতো আমাদের নগরের লোকপ্রিয় লোক আমাদের

যত বড় গুণধর আর তার চেয়েও আপনি দয়াধর বড় বেশি
এই কথা না জানেই মহাবিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলি সব
এই কথা না জানেই বেঞ্চ আর ডেস্ক না জানেই বাতাসসকল
এই দয়াধর কথা কে বা না জানে আপনিতো দয়ার আধার পন্ডিত
দয়া দিতেও জানেন আপনি আপনি, নিতেও জানেন দয়া সব
আপনার একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম একদা খুব মনে পড়ে স্যার
আপনার বিদ্যাধর কথা জনে জনে জানে মনে মনে পড়ে খুব
আপনার খর্বকায় মুখখানা মনে পড়ে খুব
আপনার শব্দহীন হাসিগুলি মনে পড়ে খুব
আপনার সহানুভূতির চাতাল মনে পড়ে খুব
আপনার শুভ টিউট্রিয়াল গোয়াল মনে পড়ে খুব
আপনার রূপশালী গাভীগুলি নিগুড় মেধাবী মনে পড়ে খুব
আপনার ছোঁয়ায় হয়েছে রাধা বিদ্যাধরী মনে পড়ে খুব
মনে পড়ে খুব উত্তর স্নাতক আদিগন্ত বিদ্যাভবন সুলীন

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে ভুল বুঝবেন না, না স্যার ভুল বুঝবেন না আমাকে স্যার
আপনার আমি সেই গর্দভ পড়ুয়া বসেছি পরীক্ষায় আর
ফেল ক'রে ওঠে সব অক্ষরমালার খাতা সব মনে আছে স্যার
আমার হ'ল নাই অনন্তবেলায় চাঁদ দ্যাখা একা একা আর–আদিগন্ত ফাঁকা–

গোরী

তখন রোজ রোজ সন্ধ্যাকালে চুরি যায় গোরী
পর্বতডাঙায় ছিল তার বাড়ি–তখন–

তখন গোরী যায় গোরাবাজার
তখন গোরী যায় দমদম জংশন
তখন গোরী যায় কেষ্টপুর কাঁটাখাল
তখন গোরী যায় নিউব্যারাকপুর
তখন গোরী যায় বারাসত হৃদয়পুর
তখন গোরী যায় টিটাগড়, গান্ধীঘাট নদীপার

তখন রোজ রোজ সন্ধ্যাকালে চুরি যায় গোরী
পর্বতডাঙায় ছিল তার বাড়ি–তখন–

তখন গোরী যায় আরণ্যক বনগাঁ
তখন গোরী যায় অক্ষয়চাঁদ বড়াল গলির
তখন গোরী যায় চিৎপুর বিডন স্ট্রীট
তখন গোরী যায় আউটট্রাম ঘাট, নৌকো ঘর বাহার
তখন গোরী যায় কালিঘাট ট্রামডিপো, পুজোবাড়ি
তখন গোরী যায় খর অন্ধকারে চিৎ–

তখন গোরী নড়াচড়া, বাবু ও পুরুষ ধরাধরি
তখন গোরী গাছ পুঁতেছে সোনার
ফল হবে সোনার কলস ভরী

এখন রোজ রোজ যায় না চুরি গোরী
পর্বতডাঙায় নেই তার বাড়ি–এখন

এখন জনপথ বাসি হ'ল গোরী
এখন ঘটক ঘটকা হ'ল গোরী
এখন বিয়ে যোগাযোগ হ'ল গোরী
এখন ঘরে ঘরে ছেলেটি দেখায় গোরী
এখন ঘরে ঘরে মেয়েটি দেখায় গোরী

BANGLADARSHAN.COM

এখন সঙ্গে রাখে কতো ছবি গোরী
এখন প্রজাপতি কতো ওড়ায় গোরী
এখন সমাজসেবিকা হ'ল গোরী
এখন অগর্ভধারিণী হ'ল গোরী
এখন বেলপাহাড়ি হ'ল ভোলা, গোরীর
এখন গোরী রোজ রোজ যায় না চুরি
গোরীর বাড়ি নেই পর্বতডাঙায়–এখন

গোরী বাড়ি বাড়ি ঘোরে এখন
গোরী চালায় নিজের পেট নিজে এখন
গোরীর ভোলা পুলিশের কবজায় এখন
গোরীর সোনার গাছ গ্যাছে মরে এখন
গোরী মত্তধামে সত্যকামী বাসি এখন

এখন রোজ রোজ যায় না চুরি গোরী
এখন নিজের বাড়ি একা একা থাকে গোরী
এখন সন্ধ্যাবেলা রোজ তুলসিতলায় প্রদীপ জ্বালায় গোরী

BANGLADARSHAN.COM

মরক্কর পিরামিড

এই আমাদের মরক্কর পিরামিড
কি নিবিড় ঘুমে মগ্ন,
তার স্তূপের ওপর নিবিড়তা নেমে যায়
ডেকে যায় হাওয়ারা ক্রমাগত
কখনও কেউ শুনেছে কি?
তার কথা-গান-সুর-ভাষা...!
রাত্রিবাস করেছে কি কেউ
তার ঘুমভরা বুকের ভেতর
অথবা বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা
শবেদের পাশে জীবিতের শরীর
সারারাত একা একা কোন সাড়া নেই
যে জীবিতের শরীরই শরীর
হজপাথরের মালা জপা
তেমন করে রাত্রি কাঁটিয়েছে কেউ
কোন জীবিত জীবন পিরামিডের স্তূপের ওপর
অথবা রাত্রির শ্মশানে যেসব যোগধ্যান শুরু হয়
খর অন্ধকারে ভূতের মতন
শবাধারার সিদ্ধিলাভ করা যায়!
এতো সব ধ্যানযোগ আছে মায়
আছে আমাদের পৃথিবীতে হুবহু
অনেক অনেক মিতাক্ষরা বাসনায়
তত সিদ্ধিলাভ নয় সব ভৌতিকমালায় খোয়াব
রাত্রির আলেয়াকে ছেড়ে ফিরে যায় দিব্যি
ভোরের নরম আলোয় জোড়া জোড়া সমাধি!

আমি তাদেরই কেউ একজন
ভীত কঙ্কাল অথবা ফসিল এক
কি এমন রহস্য
এই সব স্তূপের ভেতর

BANGLADARSHAN.COM

যা জীবিতেরা জানে না–
অমানিশি নেমে আসার আগেই
পিরামিড স্তূপ থেকে নেমে যায় জীবিত দৃশ্যেরা সকল
জনজাতি জীবিতেরা সকল
দৃশ্য পিপাসু ভুবন মন্ডল
সামনে উড়তে থাকা এক রহস্য কেতন!

নিশিক্ষণে বালুঝড় বিশ্ব বিশ্ব কাঁপন
শূন্যে শূন্যে উড়ে যায় শব সকল
উড়ে যায় উড়ে যায় যে গগন মোহনায়
উঠতে পারে কোন অলৌকিক তান্ডব
আসতে পারে গুহ্য অন্ধকারে কোন ছায়া গৃধ্রী
শব সুটকির ঘ্রাণে লোভনীয় কোন খাদ্যের এখানে জন্তুভোজ
এইহেতু, খুঁচিয়ে তুলতে পারে শীলা-শব-আধার
অথবা অন্য কিছু জানা নেই আমার
রাত্রিরা যেখানে সঙ্গীতহীন বাসযোগ্য নয়
এ আনন্দপুরী অদৃশ্য আকুল জীবিতেরা সকল!

BANGLADARSHAN.COM

এখানে কোন জীবিতের আসা নেই নেই যাওয়া
রাত্রির গহ্বরে শুধু কড়া নাড়া–
কে নাড়ে সেই সব কড়া মগ্ন ঘুমের ভেতর
অনন্ত গহ্বরে মরক্কর পিরামিডে সূত্র খোঁজা
অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বিশ্ব খোঁজে যে মানুষ
অনুসন্ধান যন্ত্র খোঁজে জীবিতেরই অজীবিতের জন্মগাথা
কোন গবেষণা হয়নি আজও এইসব বিষয়ই
মরক্কর পিরামিড ডেরায় সমাধি স্তূপ বিষয়ক
মৃতের সুটকি অথবা ফসিল পড়ে থাকে এই সব
পিরামিড স্তূপের ভেতর, কি! কেন! কোন রহস্যের আধার!

॥সমাপ্ত॥